সর্ব্বচিত্তরঞ্জন।

প্রথম ভাগ।

বামন ভিক্ষা এবং ধ্রুবচরিত্র।

শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু নন্দী চৌধুরী মহাশয়ের

অনুমত্যনুসারে

শ্রীচন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত

সংবাদ বর্দ্ধমান যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সন ১২৬৫ সাল

এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবে তিনি বৈদ্যপুরে

প্রাগুক্ত প্রশংসিত বাবুর কাছারী বাটীতে তত্ত্ব

করিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ভূমিকা।

স্থূল হইতে স্থূল সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম রূপগুণ বর্জ্জিত আত্মত্ব রহিত সর্ব্বভূতে স্থিত পরম পরাৎপর পরমেশ্বর সন্নিধানে অকিঞ্চনের নিবেদন।

অস্মদাদির প্রদেশে সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত মহামান্য পুরাণ গ্রন্থের মর্ম্মার্থ গৌড়ীয় “সুললিত প্রচলিত সাধু সরল সকল শব্দ সঙ্কলনে,, গদ্যছন্দে বামন ভিক্ষা, ধ্রুব-চরিত্র কেহই রচনা করেন নাই।

তদ্ধেতু অকিঞ্চন নিতান্ত অল্পমতি উল্লেখিত দ্বয় উপাখ্যান গদ্যে রচনা করিয়া বোধ বিহীন বামনের গগনস্থ শশধর ধরিবার আগ্রহতা সম পাঠক বৃন্দের চিত্ত রঞ্জন প্রকাণ্ড ব্যাপার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

“সুধাভাষী গুণরাশী,, বুধদল সকল বিপুল বিজ্ঞ স্বভাবে মরাল ও সুর্পের ন্যায় এই প্রচুর দোষাশ্রিত ক্ষুদ্র গ্রন্থের অসার পরিত্যাগ পুর্ব্বক সার গ্রহণ করিয়া সুদীনে কৃতার্থ দানে ব্যয় কুণ্ঠ হইবেন না।

অত্র পুস্তক বিরচিত হইবার আদেশ কর্ত্তা ও মুদ্রাঙ্কিত হইবার আনুকুল্য কর্ত্তা বহুজন হিতৈষী পরদুঃখে কাতর বিচক্ষণবর, বৈদ্যপুরস্থ বিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু নন্দী চৌধুরী মহাশয় ইহা রচনাকালে কায়িক মানসিক যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়াছেন, প্রত্যেকপংক্তি পুনঃ২ পাঠে কিঞ্চিন্মাত্র বৈরক্তির পথানুবর্ত্তী হয়েন নাই।

ভূমিকা।

নিজ সভাপণ্ডিত নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন কেশরী হাঁসনহাটী নিবাসি শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে মূল গ্রন্থ হইতে ভাবোদ্ধারের জন্য সতত অনুরোধ করিয়াছেন।

পুরাণ গ্রন্থের মর্ম্ম নিজ মিত্রবৎ সাধারণের চিত্ত রঞ্জন হইবার সম্ভব ভাবিয়া এই গ্রন্থের নাম সর্ব্ব চিত্ত রঞ্জন অবধারিত করিলেন।

এতাদৃশয় সদাশয় মহাশয় ব্যক্তির অসীম গুণোৎকীর্ত্তনে বর্ণমাত্র একান্ত প্রসবাক্ষমা।

জগৎপিতা সমীপে করপুটে সরলান্তঃকরণে অহরহ এই কামনা অনাথাশ্রয় গুণধাম চির সুখী হউন এবং তাঁহার আলয়ে রাজলক্ষ্মী অনন্তকাল বিরাজ করুন।

বিজ্ঞাপন।

আমি ভ্রান্তি বশতঃ পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়াছিলাম আটপেজি ১২ ফরমায় অর্থাৎ ৯৬ পৃষ্ঠায় চারি খণ্ড সমাপ্ত হইবে এক্ষণে দুই খণ্ডে ১৪॥০ ফরমা অর্থাৎ এক শত ষোড়শ পৃষ্ঠা হইল একারণ দুই খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত করা গেল।

শ্রীচন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।
বৈদ্যপুরস্থ স্কুলের ইংরাজী শিক্ষক।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সর্ব্বচিত্তরঞ্জন।

বামনভিক্ষা।

ত্রিলোক বিখ্যাত মহামতি কশ্যপ মুনির দিতি অদিতি নাম্নী দুই বনিতা, দিতি গর্ভে অসুরকুল অদিতি গর্ভে সুরকুল উৎপন্ন। এই উভয় কুলে পরস্পরের অরিভাবে অতুল ঘোর সংগ্রামে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, রসাতল, তলাতল, অতিতল কম্পান্বিত করিয়াছিলেন।

কখন সুর কর্ত্তৃক অসুর, কখন অসুর কর্ত্তৃক সুরে পরাভব হইয়া পুনঃপুনঃ ত্রৈলোক্যে পরাভূত করিতেন। একদা মহাবল পরাক্রান্ত অসুর কুল যুদ্ধ জয়ী হইয়া গীর্ব্বাণগণে পদচ্যুত করিয়া তাঁহাদের স্বর্গ সমীপে যাইবার পন্থা রাখিল না। অপদস্থ দেবতা সমস্ত অসুরের আশঙ্কায় কেহ মর্ত্ত্যলোক মধ্যে দুর্গম অরণ্যে, কেহ গিরি গুহায়, কেহ সিন্ধুতটে, কেহ নরাকারে দারুণ দুঃখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

সুরমাতা অদিতি আপন অপত্য সমূহের এতদ্ বিঘটনে ও অনুশোকে স্বামিসমীপে সজল নয়নে অনুতপ্তভাবে কহিলেন, হে প্রাণকান্ত! মদীয় [illegible]-জাত তনয়চয় দুর্ব্বিনীত অসুর ত্রাসে কোথায় লুক্কায়িত

রহিল, তাহাদিগের বার্ত্তা বিনা তাপানলে দহ্যমান হৃদয় স্নিগ্ধ করিবার উপায়াভাবে আমি আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি সুতচয়ের উদ্দেশে স্বয়ং যাইব, আপনিও, ত দেবতাদিগের স্বীয় স্বীয় পদচ্যুত কালাবধি অর্থাভাবে প্রচুর ক্লেশ সহ্য করিতেছেন, অসুরেরা আপনাকে গৌরব ভাজন বলিয়া কিঞ্চিন্মাত্র অর্থানুকুল্য করে না। সুর সর্ব্বে দারুণ জনক জননীর অনুরক্ত হওয়াই কি তাহা দিগের এই দশা হইল! হা ধর্ম্ম! তোমাকেই বা কি কহিব, তুমি কি প্রকারে দুর্জ্জন পালন, সজ্জন দলন, অবলোকন করিয়া সন্তোষ থাক। যাহা হউক, আমি যদবধি গর্ব্ভস্থ সন্তান সকলের শারীরিক সুস্থ সংবাদ না পাইব, তদবধি অন্ন জল গ্রহণ করিব না। কশ্যপ বনিতার ব্যাকুলতা ও বিশিষ্ট বিলাপ বিন্যাস বাক্যে আন্তরিক যৎপরোনাস্তি বিষাদিত হইয়া বাষ্পে বলিলেন, হে প্রিয়ে! সন্তান সকলের স্বল্পকাল অদর্শন জন্য শোক তন্ময়া হইও না। আমি বাক্য ধর, ধৈর্য্যাবলম্বন কর, ত্বরায় তোমার তনয়গণের শুভ সংবাদ পাইবে। এবং জগদীশ্বরও তাহাদিগকে অগৌণে জয় ও প্রভুত্ব প্রদানে পরম সুখী করিবেন। মহামতি কশ্যপ এইরূপ অনেক সান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইয়া পরব্রহ্ম ধারণের উপায় বলিলেন।

অদিতি সেই ব্রত ধারণান্তে এক রজনীতে নিদ্রা বস্থায় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। যেন গরুড়ারূঢ়, চতুর্ভুজ, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী পিতাম্বর সম্মুখে দাণ্ডাইয়া কহিলেন। হে মাতঃ! অদিতে! তুমি আর অনিবার সন্তান গণের বিপদ চিন্তিয়া পেলব হৃদয়ে তাপানলকে স্থান দান করিও না, আমি স্বয়ং তোমার গর্ব্ভে জন্মা- ইয়া দুরাত্মা অসুর কুলের বিশিষ্ট দমন করিব। অদ্য অমরবর্গে আমার নিকটে যাইয়া আপনং অসীম অসুখ অভিযোগ করিয়াছে, তাহাতে আমি তোমাকে যাহা কহিলাম তাহাদিগকেও এই বলিয়া শান্ত্বনা করিয়াছি।

তখন সুপ্তোত্থিতা অদিতি শিহরিতাকারে স্বামি সমীপে সত্বরে স্বপ্ন সম্বাদ কহিলেন। মহামুনি ইহা শুনিয়া সুলক্ষণাক্রান্ত স্বপ্ন বলিয়া সন্তোষ হইলেন। এবং নিজ রমণীকে অশেষ বিশেষ প্রবোধ বাক্যে তাঁহার চিত্তক্ষেত্র হইতে চিন্তা তরুর প্রায় মুলোৎপাটন করিলেন, এবং অমোঘ বিষ্ণুবাক্যে তপোধন-জায়া সেই রজনীতেই অন্তর্বত্নী হইলেন।

ক্রমে অদিতির উদর আকাশে শুক্লপক্ষের শশীর সদৃশ গর্ব্ভস্থ তনয় দিন দিন উন্নতি পাইয়া দশম মাসের দশম দিবসে ষোলকলা বিশিষ্টাকারে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। ধাত্রী অঙ্গে অরিষ্টস্থিত রমণীগণে হুলু

কেবল কুটিরে বসিয়া পুস্তক দৃষ্টি ও কথায় কথায় বচন রচনা এবং বিশিষ্টরূপে বনিতা সহিত বিতণ্ডা করিতে পারেন ।

কশ্যপ কহিলেন অপ্রতুলে আড়ম্বর ঘটা হয় না বটে, কিন্তু প্রকৃত কার্য্যে বিঘ্ন হইবার বিষয় কি ! তুমি সামান্যাবস্থায় দশ জন আত্মবন্ধুকে ভোজন করাইতে পারবে না বলিয়া যে কুণ্ঠিতা হইতেছ, আমি তাহার সদুপায় স্থির করিয়াছি, অতি সঙ্গোপনে স্বয়ং সুতের উপনয়ন কার্য্য সমাপন করিব । কোন্ মাসে কোন্ দিবসে হইয়াছে কেহই কিছু জানিতে পারিবে না । কোন কর্ম্মোপলক্ষে কোন ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ না করিতে পারিলে সেই দিবস তাহার সহিত সাক্ষাতে কিঞ্চিৎ লজ্জা পাইতে হয়, কতিপয় দিবসান্তে পরস্পর তাহা কাহারো স্মরণ থাকে না, তুমি সতী সাধ্বী পতিব্রতা হইয়া পতির অভিপ্রায় মত বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে কেন বাসনা কর ! ছিঃ সুত লইয়া স্থানান্তরে যাইবার বার্ত্তা কি ভর্ত্তা সমীপে বলিতে আছে ! (যদন্ন পুরুষো রাজন্ তদন্ন পিতৃদেবতা)। পুরুষ সকল যে সময়ে যে দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিবে তখন সেই দ্রব্য পিতৃলোক উদ্দেশে দান করিলেই তাহার পিতৃলোক সকলে পরিতুষ্ট হয়েন । এইত পুরাণোক্তি আমি শাস্ত্র সিদ্ধ এবং প্রশস্ত কর্ম্ম হইবার জন্য এতাদৃশ মানসে ব্যগ্রচিত্ত হইতেছি, তুমি ভক্তাভিলাষে বিঘ্ন জন্মাও

ইও না। তখন অদিতি স্বামির এতাদৃশ অনেক অনুনয়ে অগত্যা শিশু সুতের সংস্কারে স্বীকার হইলেন।

অনন্তর কশ্যপ পঞ্জিকা দৃষ্টে সেই দিবসের পর দিবসে শুভোপনয়নের দিবাবধারিত করিয়া পত্নীকে কহিলেন, হে অদিতে! কল্য অতি প্রশস্ত দিবস, অতএব বালক বামনের উপবীত আগামি দিনে দেওয়াই শ্রেয়ঃ সমারোহ ব্যাপার কিছুই নহে, যজ্ঞোপবীত ধারণের পূর্ব্ব বাসরীয় সধবা সম্বন্ধীয় কার্য্য সমস্ত তোমা হইতে সম্পন্ন হইবে, এবং পুরোহিতকে এ বিষয়ের সম্বাদ না দিয়া আমিই পৌরোহিত্য কার্য্য সম্পন্ন করিব। অন্য এক জন সংস্কৃত বিপ্র বালককে গুপ্তভাবে আহ্বান করিয়া হোতৃ কার্য্যে নিয়োগান্তে তাহাকে মাধ্যাহ্নিক ভোজন করাইব। আমি অদ্য এক্ষণে উপস্থিত যাজ্ঞিকানুষ্ঠান আহরণে উদ্যোগী হই, এই বলিয়া হরে মুরারে ইত্যাদি বচন পাঠ করিয়া অতি ব্যস্ত চিত্তে সংগোপনে কুটীর অন্তরালে অগ্রে কুশা বন্ধনে ও দ্রোণী ছেদনে নিযুক্ত হইলেন।

এমতকালে দৈব বশতঃ সর্ব্বত্রগামী কলহাক্রান্ত কৌতুক প্রিয় স্বভাব বৈষ্ণব রাজ চূড়ামণি ভূতন্ত্রী বীণা বাদক নারদ, হরিগুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতেং কশ্যপাশ্রমে আগমন করিয়া সমুচিত সম্বোধনে কহিলেন, ভো কশ্যপং আইসং, আমি নারদ, অদ্য তোমার আশ্রমে আগমন

আমি বিষম বিপদগ্রস্ত হইব। দুর্গতি নাশিনী দুর্গা, রক্ষা করহ, কি হইবেহ! অকস্মাৎ কেন এই আপদ আসিয়া উপস্থিত হইল।

কশ্যপঋষি নিতান্ত ব্যাকুল চিত্তে যে প্রকারে জগদীশ্বরের ও জগদীশ্বরীর আরাধনা করিলেন। সে সকলি বিফল হইল। কারণ যিনি বৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠ শূন্য করিয়া অদিতি গর্ভে বামনরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং সর্ব্ব স্থলে স্থিত জন সকলের বিড়ম্বনে ঘোর ঘটায় সূত্র ধারণের অভিলাষী হইয়াছিলেন; কাহার সাধ্য সে সাধ খণ্ডন করে!!

নারদ কশ্যপকে পুনঃ২ আহ্বানে উত্তর না পাইয়া মনেহ এই বিতর্ক করিলেন, এ ব্যক্তি যদি এত অধিক উচ্চৈঃস্বরে আহ্বানে বধির বৎ থাকিয়া উত্তর না দিয়া লুক্কায়িত ভাবে রহিলেন, তবে অবশ্যই ইহার কোন বিশিষ্ট হেতু থাকিতে পারে, এবম্প্রকার চিত্ত ক্ষেত্রে সংশয় অঙ্কুর উদ্ভবে দ্রুত গমনে কুটীর অভ্যন্তরে অদিতি সম্মুখে দাণ্ডাইয়া কহিলেন, কর্ত্তা কোথায়! তাহাতে অদিতি দেবঋষি সমীপে মিথ্যা বাক্যও কহিতে পারিলেন না, স্বামি অনুরোধেও সত্য বাক্যও কহিতে পারিলেন না, যাদৃশ জলে নক্র স্থলে শার্দ্দূল শঙ্কায় মানব কুলে উভয় শঙ্কটাপন্ন হয়, তাদৃশ অদিতি সত্য বাদিনী উভয় শঙ্কটাপন্না হইলেন, কি করেন, মৌনাবলম্বন

ব্যতীত অন্য কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। নারদ, অদিতি দ্বারা কোন সন্ধান না পাইয়া ইতস্তত অবলোকনান্তে আপনি আশ্রম পশ্চাতে আসিয়া কশ্যপকে দেখিয়া কহিলেন। কওহে কশ্যপ, ব্যাপার টা কি? তুমি মলিন আকারে কি জন্যে লুকাইয়া রহিয়াছ।

কশ্যপ হত জ্ঞানে তা, তা, এই, এই, অ, অ, অন্য মনস্ক ছিলাম, এইরূপ বাক্যে দারুণ অপ্রতিভাকারে কিঞ্চিৎ ক্ষণ পরে নারদকে সম্বোধে কহিলেন, আইসহ দেবঋষি আইস। কায়িক কুশলে আছ? ইহা শ্রবণে দেবঋষি বলিলেন, তোমার ও লৌকিকতা ভদ্রতা বাক্য আমি এক্ষণে শ্রবণাভিলাষী নহি, আপাততঃ তুমি কি জন্য লুক্কায়িত ছিলে আমাকে কহ, কশ্যপ প্রতারণা পূর্ব্বক জপ করিতে ছিলাম কহিলেন, নারদ বলিলেন, দক্ষিণ হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া কোন তন্ত্রানুসারে জপ করিতে ছিলে! পুনঃ কশ্যপ কহিলেন উহা নহে। আমি ছুরিকা দ্বারা আম্র ফল ত্বক্‌হীন করিয়া ভক্ষণ করিতে ছিলাম, নারদ বলিলেন ভক্ষিত ফলের অবশিষ্টাংশ ত্বক্ আঁটি কৈ! কশ্যপ কহিলেন আমি দূরে নিঃক্ষেপ করিয়াছি, নারদ বলিলেন তুমি কোন দিগে দূরে নিঃক্ষেপ করিয়াছ আমাকে দৃষ্ট করাও?।

তচ্ছ্রবণে কশ্যপ উত্তর দানে অশক্ত হইয়া নিরব হইয়া রহিলেন, নারদ বলিলেন, কেন কেন কশ্যপ? কি জ

ম্লান বদনে নিরুত্তরে রহিলে ? কিঞ্চিৎক্ষণ মৌনাবলম্ব-নান্তে কহিলেন আমি একটা গুপ্তভাবে মাঙ্গলিক হোম করিব, ইহা যে পরিমাণে সংগোপন করিতে পারিব, সেই পরিমাণে ফল দর্শাইবে, কোন ব্যক্তিকে বলিবার বিষয় নহে, এই নিমিত্তে আমি তোমাকে প্রতারণা করিতে ছিলাম। এই বাক্যে নারদের চিত্ত হইতে বিশিষ্টরূপে সংশয় দূরীকৃত না হইয়া মনে বিবেচনা করিলেন, এখনও ইনি সত্য কহিলেন না! এপর্য্যন্ত যে স্থলে একটা উচ্চস্থল আচ্ছাদিত পদার্থোপরি আরোহিত হইয়া আছেন, তবে কৈ প্রকৃত বৃত্তান্ত কহিলেন, ইহা যে কি বিষয় আমার অবগত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক হইল, বাহ্যে নারদ কশ্যপ বাক্যে প্রতীয়মান ব্যবহারে বলিলেন, আরে বিচক্ষণ ইহার জন্য কি আমাকে এত গোপন করিতেছিলে ! আমিই কোন্ গুপ্ত হোমের পদ্ধতি না জানি, পর ব্যক্তিকেই না বলিবার বিধি, আমিত তোমার পর নহি। যাহা হউক বেলা অধিক হইল, আমি এক্ষণে আপন আশ্রমে গমন করিব, আসুন২ একবার আলিঙ্গন করি। কশ্যপ আলিঙ্গন করিতে উঠিলেই ছেদিত দ্রোণী ও সংগ্রথিত কুশা সমস্ত দৃষ্ট হইবার আশঙ্কায় কহিলেন, সাক্ষাৎ হইল ইহাই মঙ্গল, আর কোলাকুলি করিবার প্রয়োজন নাই। নারদ বলিলেন সে কেমন কথা ? আলিঙ্গন করাই আত্মীয়তার প্রধান চিহ্ন, এই বলিয়া আপনি বল পূর্ব্বক

কশ্যপের বাহু ধরিয়া আচ্ছাদিত উচ্চাকার স্থল হইতে উত্তোলন করিলেন। আলিঙ্গন ছলে দণ্ডায়মান করিব মাত্র পদ দ্বারা খোলা কুশা ছড়াইয়া কহিলেন শ্রী কশ্যপ! এই কি তোমার মাঙ্গলিক হোমের অনুষ্ঠান অগ্রে গুপ্ত হোমের বিষয় আমার সাক্ষাতে না কহিলে আমি হোমীয় অনুষ্ঠান বলিয়াই বিশ্বাস করিতে পারিতাম, আমাকে বিস্তারিত বলিবার পর তুমি কি জন্য এই সমস্ত দ্রোণী কুশাদি লুক্কায়িত করিতে ছিলে? ইহাতে বিবেচনা করি এখনও তুমি আমাকে সত্য সংবাদ কহ নাই।

কশ্যপ অন্য উপায় ব্যতীত সুতরাং প্রকৃত বৃত্তান্ত কহিতে আরম্ভ করিলেন। আমার বামন নামক সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তানের গর্ব্বাষ্টমে মুখ্যোপনয়নের কাল বিবেচনা করিয়া কল্য তাহার যজ্ঞ সূত্র দিবার বাসনা করিয়াছি। এক্ষণে দেবতা সকলে দুর্দ্দশাপন্ন হওয়াতে আমার যৎপরোনাস্তি অপ্রতুল হইয়াছে। এই দুঃসময়ে শেষ সন্তানের উৎসব কর্ম্মে আমি দুই জন আত্মীয় বন্ধুও ভোজন করাইতে পারিব না, দূরস্থ স্বজন বান্ধব গণের কথা দূরে থাকুক, নৈকট্য প্রতিবাসিরা ইহা জানিলে আমি কেমন করিয়া তাহাদিগকে এক সন্ধ্যা আহারের নিমন্ত্রণ না করিয়া ব্রীড়া বর্জ্জিত জন সম রহিব। অন্য আশ্রম দিগের এক জন ব্রাহ্মণ ভোজনের আবশ্যক

হইলে তাহারা আমাকে ত্যজিয়া অন্যকে বহে না, আমি সংবৎসর সকলের আশ্রমে সমাদর পূর্ব্বক ভোজন করিয়া এক দিন এই আনন্দের কর্ম্মে যদি আহ্বান না করি, তবে নিতান্ত মূঢ়ের মত কার্য্য হয়, এই জন্য আমি অত্র শুভ সংবাদের বার্ত্তা কোন ব্যক্তিকে না জানাইয়া অতি সংগোপনে ইহা সম্পন্ন করিবার মানস করিয়াছি। তুমি যদি দৈব বশতঃ ইহা অবগত হইলে তবে অতি গুপ্তভাবে কল্য প্রাতে মদীয় আশ্রমে আগমন করিয়া শুভ কার্য্য সম্পন্ন করিবে। অন্য কোন লোকের সাক্ষাতে এবিষয়ের বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিও না, সাবধান, সাবধান, তুমি আমার পরম সুহৃৎ, তন্নিমিত্তে তোমাকে কহিলাম, অন্যকে কহিলে আমি ব্রহ্ম হত্যা হইব। নারদ বাহে বিলক্ষণ২ ইহা কি কোন ব্যক্তিকে বলিবার কথা, আমার অন্তঃকরণে কত লোকের কত গুপ্ত কথা অপ্রকাশিত রহিয়াছে ইত্যাদি অনেক সাধুত্বাচরণ প্রকাশিয়া মনে২ কহিলেন। হে ভ্রান্ত কশ্যপ! গোলোক শূন্য করিয়া গোলোকপতি বামনাকারে তোমার ঔরসে অদিতি গর্ব্ভে দুর্দ্দান্ত মহাবল পরাক্রান্ত দানব দল দলন জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তুমি তাহা কিয়ৎ পরিমাণেও অবগত হইতে পার নাই, ত্রিলোক কর্ত্তার উপনয়ন ভক্ত নারদ বর্ত্তমানে তুমি লোক সকলের অগোচরে চুপে২

সম্পন্ন করিতে পারিবে না। আমি আগামী কল্য দিবসে চতুর্দ্দশ ভুবনস্থ সমস্ত ব্যক্তি বর্গকে একত্রীভূত করিব।

তদনন্তর নারদ কশ্যপ সমীপে কোন ব্যক্তিকে ইহার বাষ্পও কহিবেন না স্বীকার করিয়া বিদায় হইলেন, কশ্যপ আশ্রম হইতে কিয়দ্দূরে এক হট্ট মধ্যে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে হট্টস্থিত জনসকল! কশ্যপের বামন নামক কনিষ্ঠ পুত্রের কল্য ঘোর ঘটায় উপনয়ন হইবে, তোমাদিগের প্রত্যেকের বাটীতে যাইয়া আমন্ত্রণ করিতে পারিলাম না, এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবে। সে স্থল হইতে ত্বরান্বিত হইয়া সুরগুরু বৃহস্পতি ঠাকুরের আশ্রমে আগমন করিলেন, তৎ সময়ে প্রচক্ষা দেবতা দিগের দারুণ দুর্দ্দশার সহা অপ্রতুল গ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইতে ছিলেন, মধ্যাহ্নকালে আশ্রমে অতিথি আসিবার আশঙ্কায় আপনি অপ্রকাশ্য থাকিতেন। তাঁহার আশ্রমে প্রচণ্ড প্রখরতর মধ্যাহ্ন কালের তপন কিরণ সংলগ্নে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর বিশিষ্ট দেবঋষি উপনীত হইয়া উচ্চৈঃ স্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কোথায় সুরাচার্য্য বৃহস্পতি কোথায়, আমি নারদ তোমার আশ্রমে আগমন করিলাম।

তখন সুরাচার্য্য দেবঋষির ধ্বনি শ্রবণ মাত্রেই দারুণ সঙ্কুচিত হইয়া মনেং বিবেচনা করিলেন। এ দুই প্রহরের সময় আমার আশ্রমে আহারাভিলাষে আগমন করিয়া-

ছেন। আমি এই দুঃসময়ে স্বোদর পরিপূরণেই সম্পূর্ণ অক্ষম, আবার এখন ওব্যক্তির উদর কি প্রকারে পূরণ করিব? উহাকে আমি উত্তর না দিলে আপনি নৈরাশ হইয়া প্রত্যাগমন করিবে, এই যুক্তি মনেং স্থির করিয়া পত্নীকে কহিলেন, তুমি ইহাকে কহ কর্ত্তা প্রবাস গমন করিয়াছেন, অদ্য তিনি আশ্রমে অনুপস্থিত আছেন। যখন সুর পুরোহিত পত্নীকে প্রতারণা পরামর্ষ উপদেশ দিতে ছিলেন; তখন বৃহস্পতির আশ্রমের অনতি দূরে নারদ দাণ্ডাইয়া তাঁহার গুপ্তাদেশ শ্রবণ করিলেন। মুনি পত্নী পতির মতানুসারে তদ্রূপ কহিলেন। চতুর চূড়ামণি দেবঋষি এই বাক্য শ্রবণে তাহাদিগের চিত্তস্থ সমস্ত অবগত হইয়া প্রতারণার উপর প্রতারণাভিপ্রায়ে ক্রত প্রত্যাগমন উন্মুখাকরে উচ্চৈঃস্বরে এই কহিলেন। যে ব্যক্তিরা দারুণ অপ্রতুল গ্রস্ত হইয়া দুর্ভাগ্য বশতঃ নিয়ত অনিব্বচনীয় ক্লেশ ভোগ করে; তাহাদিগের অর্থ লোভোদ্দেশে উদ্যোগী হওয়া বৃথা। কশ্যপের বামন কনিষ্ঠ পুত্রের কল্য ঘোরঘটায় উপনয়োনোপলক্ষে আমি তৎকার্য্যের প্রধানাধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত হইয়া কত শত অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের প্রধানং বিদায়ে নিমন্ত্রণ পত্র বিতরণ করিলাম, তিনি তাহার পুরোহিত হইয়া এবিষয়ের কিছুই অনুসন্ধান রাখেন না! একারণ আমি স্বয়ং তাঁহাকে কল্য দিবসের কার্য্য সম্পন্নের সংবাদ

দিতে আসিয়াছিলাম, তাহাও তাঁহাকে দেওয়া হইল না। তাঁহার অদৃষ্টে লাভ নাই, আমি কি করিব, অন্য ধনাঢ্য জন দিগের বাটীতে যে নিয়মে ক্রিয়া কর্ম্ম হইয়া থাকে, ইহা তাদৃশ নহে; যে ক্রিয়া সমাপনের পর দশ দিন বিলম্বেও বিদায় হইতে পারিবেন। কশ্যপের কতিপয় ধনাঢ্য শিষ্য যজমান আসিয়া এই আড়ম্বর ব্যাপার করিতেছে, তাহারা সভায় উপস্থিত অধ্যাপক ব্যতীত অনুপস্থিত জনকে কপর্দ্দকও দান করিবে না, এবং তাহারাও উপস্থিত উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইলেই নিজ২ স্থানে প্রত্যাগমন করিবে, হায়২ যাহার যজমানের বাটীতে অদ্ভুত সমারোহের ব্যপার, তাহার ইহাতে কিছুই লভ্য হইল না; কি আক্ষেপের বিষয়।

এই বাক্য সমস্ত লুক্কায়িত বৃহস্পতি স্বকর্ণে শুনিয়া স্ত্রীর নিকটে চুপে২ কহিলেন, আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম, দেবঋষি আমার এই দুঃসময়ে প্রচুর অর্থ লাভের আমন্ত্রণ পত্র আনয়ন করিয়াছিলেন, আমি কি না ইঁহাকে উত্তর না দিয়া তস্করের মত লুক্কায়িত রহিলাম, মানব জাতিরা যখন দুর্দ্দশাপন্ন হয়, তখন তাহাদিগের সৌভাগ্য সহিত বুদ্ধিও গমন করে, কি কুগ্রহ২ মমাশ্রমে স্বাগতা কমলাকে সংমার্জ্জনী প্রহার পূর্ব্বক বিদায় করিলাম, আপনিই কুড়ালী প্রহারে নিজ পদ ছেদন করিলাম, হা মাতঃ বাক্‌দেবি! তুমি কেনই বা আমাকে এসময়ে

এতাদৃশ দুর্ব্বুদ্ধি যোগাইয়া দিলে, যে ব্যক্তি আমাকে পুনঃ২ আহ্বানে উত্তর পাইল না, তাহার সম্মুখে এখন অর্থ লাভের পন্থা শুনিয়াই বা কেমন করিয়া দর্শন দিব, যাহা হউক অপ্রতুলে অব্যবহার, অধুনা লজ্জার পন্থানুবর্ত্তী হইলে কোন ক্রমে দৈন্য দূর হইতে পারে না, এই বলিয়া আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া দেবঋষিকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেন, নারদ তখন কৃত্রিম বধির হইয়া বৃহস্পতির আহ্বানে উত্তর না দিয়া দ্রুত পদ ক্ষেপণে প্রত্যাগমন পরায়নে বিরত হইলেন না!

বৃহস্পতি বিষম ব্যাকুল চিত্তে দ্রুত যাইয়া তপোধনের অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, আরে বিলক্ষণ এই মধ্যাহ্ন-কালে মানবাশ্রম হইতে মানব মাত্রেরই অনশনে গমন করা অতি অকর্ত্তব্য, তাহাতে তুমি দেবঋষি মদীয় পরম সুহৃত্, সর্ব্বত্র মান্য, তোমার পদ রজঃস্পর্শে যে স্থল শ্লাঘাযুক্ত হইবার সম্ভব, বল দেখি কি প্রকারে অনশনে যাইতে ছিলে? ভাগ্যে আমি এই সময় প্রবাস হইতে আশ্রমে উপনীত হইলাম, ইহা না হইলে অদ্য আমার কি সর্ব্বনাশ হইত। নারদ কহিলেন, তুমি এক্ষণে প্রবাস হইতে আগমন করিলে কৈ? আমিত তোমার আশ্রমের চতুর্দ্দিকস্থ যোজনাবধি এপর্য্যন্ত এক প্রাণিও অবলোকন করি নাই, তবে কি প্রকার আগমন করিলে? কুটীর অভ্যন্তরে কান্তাকে কে কহিতে ছিল, যে বল২ কর্ত্তা

অদ্য গৃহে নাই, তিনি প্রবাস গমন করিয়াছেন। বৃহস্পতি কহিলেন আপনি বুঝিতে পারিয়াছ, তবে আমাকে আর অধিক লজ্জা দিও না, অর্থ হীন দশায় হত জ্ঞান হইয়াছি। ন্যারদ তখন আর অধিক কৌতুক না করিয়া কহিলেন, কল্য কশ্যপের বামন নামক কনিষ্ঠ পুত্রের বড় সমারোহের উপনয়ন হইবে, তুমি অতি প্রত্যূষে উপনীত হইয়া শুভ কার্য্য সম্পন্ন করিবে। আমার এক্ষণে তোমার আশ্রমে যাইয়া আহারের সাবকাশ নাই, বহু দুরান্তর স্থিত জন সকলের নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। বৃহস্পতি কহিলেন কৈ, প্রধান বিদায়ের পত্র খানা কৈ? নারদ কহিলেন, তুমি তথাকার সর্ব্ব কর্ত্তা তোমার পত্রের প্রয়োজন নাই, তোমার পত্র আনিয়াছি যে বলিয়াছিলাম, উহা রহস্য মাত্র। বৃহস্পতি ইহা শুনিয়া অতি হৃষ্ট চিত্তে আশ্রমে আসিলেন।

তদনন্তর দেবঋষি দিগ্‌দিগন্তর পর্য্যটন পূর্ব্বক যত দূর পর্য্যন্ত তপন কিরণ প্রকাশিত হয়, মর্ত্ত্যলোক মধ্যে সেই২ স্থান বাসিজন সকলে কশ্যপ আলয়ে আগামি দিবসের আমন্ত্রণ করিলেন। বিশেষ২ স্থলে বিখ্যাত২ মার্ক্তকর নর্ত্তক গায়কদিগকে পর দিবস কশ্যপ পুরে প্রচুর পুরস্কার পাইবার প্রত্যাশা প্রদানে ত্রুটি করিলেন না।

স্থানে২ ত্রয় ত্রিংশত কোটি দেবগণে অন্বেষণ করিয়া তাঁহাদিগকে কশ্যপ পুরের সমারোহ ব্যাপার বিজ্ঞাপিত

বর্ণন করিয়া পর দিবসে অবশ্যই পিতৃ গৃহে অধিষ্ঠানের অনুরোধ করিলেন। ক্রমে২ নাগ, অসুর, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর বিদ্যাধর, অপ্সর ইত্যাদি আমন্ত্রণ করিয়া চতুর্ম্মুখ সমীপে চতুর্ভুজের যজ্ঞ উপবীত ধারণ জন্য বার্ত্তা দিয়া পর দিবসে সুরতরু আশ্রমে আগমনের আহ্বান করিলেন।

এবম্প্রকারে দেবঋষি ত্রিলোকস্থিত জন সকলে নিমন্ত্রণ করিয়া আপনা আপনি অন্তঃকরণ মধ্যে এই বিতর্ক করিলেন। আমি কৌতুক করিবার কারণ যে এই সমস্ত ব্যক্তিকে কশ্যপ পুরে আগামি অহনে আহারের আমন্ত্রণ করিলাম, সকলে কল্য যে সময়ে অনশনে গমন করিবে, তখন তাহারা অকৃত অপরাধে কশ্যপকে কিছুই বলিবে না, কিন্তু তাহাদিগের বিষম ক্রোধ হুতাশন হইতে মদীয় ত্রাণ দুর্লভ হইবে। কি হইল কেনই বা এ কুকর্ম্ম করিলাম, কোথা যাইব, কাহার নিকটেই বা ইহার সদ্যুক্তি পাইব। যদ্যপি সর্ব্বগুণ শালিনী, সর্ব্ব লোক পালিনী আশু দুঃখ বিনাশিনী আশুতোষ গৃহিণী অন্নপূর্ণাকে কশ্যপ আলয়ে আহ্বান করিয়া আনয়ন করিতে পারি, তাহা হইলে এই উপস্থিত আশঙ্কা হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবার সম্ভব; কিন্তু যাঁহাকে যোগী ঋষি জলে গলিত পত্র ভক্ষণে যুগ যুগান্তর আরাধনা করিয়া দর্শন পায় না, তিনি যে আমার অনুরোধে [illegible]

মাত্রেই অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন, ইহারি বা নিশ্চয় কি, যাহা হউক এক্ষণে তাঁহার অনুকম্পা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

অবশেষে অসীম আকুল অন্তঃকরণে কৈলাশ পুরে হর গৌরী বিদ্যমানে উপনীত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক সজল নয়নে করপুটে বিনয় বাক্যে কহিলেন, হে হরমনোমোহিনী ত্রিলোক তারিণী, সর্ব্ব দুঃখ হারিণী, চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী, পার্ব্বতী পরম সুখ প্রদা দুর্গে! তোমার দীন হীন দুর্ম্মতি বিশিষ্ট নারদ অদ্য এক দুষ্কর্ম্ম করিয়া ঘোর বিপদগ্রস্ত হইয়াছে, অধুনা আপনি অনুগ্রহ না করিলে উপস্থিত বিষম বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় নাই।

মহাদেবী নারদের অশেষ বিশেষ স্তোত্র শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কওহে নারদ, কি জন্য এতাদৃশ আকুল অন্তঃকরণে অনুনয় করিতেছ। দেবর্ষি বলিলেন, গোলোক শূন্য করিয়া গোলোকপতি কশ্যপপত্নী অদিতির গর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অপ্রতুলপ্রযুক্ত কশ্যপ কল্য তাহার সংগোপনে উপনয়ন দিবার অভিলাষ করিয়াছেন। আমি কশ্যপের অজ্ঞাতসারে ত্রিলোক বাসী ঋষি বর্গকে বিনা অনুষ্ঠানে তাঁহার আশ্রমে আহারাদি নিমিত্তের আমন্ত্রণ করিয়াছি। নিমন্ত্রিত জনগণে অজ্ঞানে গমন করিলে অন্তে দুর্গতির সীমা থাকিবেনা।

অতএব আপনি সেই আশ্রমে অন্নপূর্ণা রূপিণী হইয়া অধিষ্ঠান করিলে অনায়াসে আমন্ত্রিত জন সকলে চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চাতুর্ব্বিধ প্রকার উৎকৃষ্ট আহারে পরম পরিতুষ্ট লাভ করিবে। তৎ শ্রবণে সরলা হর মহিলা ঈষদ্ধাস্য বদনে "ভাল তাহাই হইবে,, বলিয়া স্বীকার করিলেন। নারদ নগেন্দ্র নন্দিনীর প্রমুখাৎ বিশিষ্ট আশ্বাস বাক্য শ্রবণে পরম পুলক প্রাপ্ত হইয়া নিজ স্থানে গমন করিলেন।

এস্থলে বৃহস্পতি ঠাকুর প্রচুর অর্থ লাভ প্রত্যাশায় যামিনীযোগে নিদ্রা রহিত হইয়া একবার আশ্রম অভ্যন্তরে অন্যবার আশ্রম বহির্ভাগে গমনাগমন পূর্ব্বক ঘন২ শশী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রজনী শেষ সময়ে শাখী শাখা স্থিত পীক সকল কুহু কুহু কুহু রবে ও বায়স সমস্ত স্বীয় স্বীয় ধ্বনি করিয়া জীব সকলে দিবা আগমনের অগ্রে শুভ সম্বাদ দিতে প্রবৃত্ত হইল। স্থানে২ দেব মন্দিরে প্রভাতীয় আরতি আরম্ভ, ও অন্যান্য মুনি ঋষি গণে কালীতারা মহাবিদ্যা ইত্যাদি প্রভাতীয় বচন পাঠ পূর্ব্বক কেহ পুষ্প চয়নে কেহ অবগাহন জন্য সরিৎ তীরে গমন করিতে লাগিলেন। পেঁচকাদি নিশাচর ব্যতীত জগতের জীব সকলে ক্রমে অরুণোদয়ে দিঙ্মণ্ডল লোহিতাকারে তিমির বিনাশ জন্য যথোচিত আনন্দিত হইল, তারাগণ স্বীয়২ দীপ্তিরূপ প্রভুত্ব বিলোপ বীক্ষণে ম্লান

অভিমানে অন্তর্হিত হইল, তরু লতাগণ অতি স্নিগ্ধকারি সুধাংশুর দিবা যোগে অংশু অপ্রাপ্তের আশঙ্কায় পত্র লগ্ন নিশীর শিশির শুভ্র মুক্তাকারে ফোঁটা২ পতন ছলে রোদন করিতে লাগিল। জাতি জুতি টগর মল্লিকা করবীর, সেফালিকা, চম্পক কামিনী ইত্যাদি সৌগন্ধি পুষ্পের সৎ ঘ্রাণ সহিত মন্দ মন্দ প্রভাতীয় পবন ব্যক্তি বর্গের ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রবেশ মাত্রেই সকলে যথোচিত আনন্দিত করিল। দীপ শিখা প্রভাহীন, কুমুদিনী মলিন, কমলিনী প্রিয় উদিত উন্মুখ অবলোকনে অপার আনন্দে মগ্না হইল, পস্থার২ হরিগীত গায়কগণে গোলাকার কাংস্যযন্ত্র খচমচ শব্দে বাদ্য করিয়া হরির সহস্র নাম উচ্চারণ পুর্ব্বক সুমধুর ধ্বনি প্রয়োগ করিতে লাগিল, চক্রবাক চক্রবাকী সহিত সংমিলন সময়াগতে অপার আনন্দ বোধ করিল। এমত সময়ে বৃহস্পতি হরে মুরারে ইত্যাদি প্রাতঃস্মরণীয় বচন পাঠ করিয়া স্বরায় স্রোতঃস্বতী তীরে অবগাহনে গমন করিলেন। প্রাতঃস্মরণান্তে শীঘ্র সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া কল্পপুরে যাত্রা করিতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলেন না, তবলেব গ্রন্থ কক্ষে করিয়া ক্রমে কল্পপুরে উপনীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কোথায় কল্পপ২ বলিতে লাগিলেন, তখন কল্পপ মুনি অকস্মাৎ গুরাচার্য্যের স্বর শ্রবণে শাস্তিনা সঙ্কুচিত চিত্তে নিতান্ত অকষ্টবদনে লজ্জিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া

কহিলেন, আসুন২ বৃহস্পতি ঠাকুর আসুন, এতাদৃশ প্রত্যূষে কোথায় গমন হইয়াছে! বৃহস্পতি বলিলেন, কোথায় গমন হইয়াছে! ইহা আবার কেমন কথা, তমি কনিষ্ঠ তনয়ের মহা ঘোর ঘটায় উপনয়ন দিবার উদ্যোগ করিয়াছ, ইহা আমি এতদ্দিন অবগত ছিলাম-না, গত দিবস মধ্যাহ্নকালে এবিষয় আদ্যন্ত দেবঋষি প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইয়াছি, যজমান গৃহে কোন আড়ম্বর কার্য্য উপস্থিত হইলে পুরোহিতের দশ দিন পূর্ব্বে আ-সিয়া অধ্যক্ষতা করা উচিত, সে পক্ষে আমার ক্রটি হইয়াছে, তাহা আমি স্বয়ং স্বীকার করিতেছি, তোমার ও আমার প্রতি অভিমান হইতে পারে, কিন্তু তুমিত আমাকে অগ্রে ইহার কিছুই সংবাদ দেও নাই! যে আমি অগ্রে আসিয়া অধ্যক্ষতা করিব, তাহাতে কশ্যপ সুর পুরোহিত সমীপে প্রকৃত বৃত্তান্ত বর্ণনানন্তর কহিলেন, নারদের কিঞ্চিন্মাত্র পরিবেদনা নাই। আমি দুঃসময়ে পুরোহিত আসিয়া পুরস্কার দিতে পারিব না বলিয়াই অত্র উপস্থিত কার্য্য স্বয়ং সংগোপনে সমাপন করিবার বাসনা করিয়াছিলাম, ত্রপাতঙ্ক বিহীন কলহ প্রিয় পরা-নিষ্ট অত্যাচারী অকস্মাৎ আসিয়া অশেষ চাতুর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক মদীয় চিত্তাহ্ উগ্রভাব লক্ষ্যাতে কিম্বা পুরোহিতকে প্রচুর লাভের আশ্বাস দিয়া প্রেরণ করিয়াছে! একাকে বিপরীত ভাব ব্যাখ্যা করিয়া যে কৌতুক করা অতি

অকর্ত্তব্য, দেশ, কাল, পাত্র, বিবেচনা করিয়া কৌতুক করা উচিত। আমি তাহার চির সামরিক রহস্য প্রিয় স্বভাব জানিয়াই তাহাকে বিস্তারিত বিবরণ বলিতে দারুণ কুণ্ঠিত হইয়াছিলাম। যাহা হউক সে যে পুরোহিত ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে অবগত করে নাই, ইহাতেই আমাকে রক্ষা করিয়াছে, আপনি একক আসিয়াছেন, উত্তম হইয়াছে, অদ্য আমার আশ্রমে এক জন ব্রাহ্মণের আহারের উপযুক্ত তণ্ডুলাদি আহরিত আছে। নারদ এবং আমি এই দুই জনে উপনয়ন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার মনন করিয়াছিলাম, সে যদি স্বয়ং আসিতে অক্ষম হইয়া মহাশয়কে পাঠাইয়াছে, তবে তাহার আমার আশ্রমে অদ্য যে মাধ্যাহ্নিক ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল, সেই নিমন্ত্রণ আপনারই হইল। তিনি মধ্যাহ্নকালে আহারার্থেআগ-মন করিলে নিজ দুর্ব্বুদ্ধি দোষেই তাঁহাকে অনশনে গমন করিতে হইবে, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল„ এই বলিয়া গুপ্তভাবে যজ্ঞ উপবীত কার্য্য সম্পন্ন জন্য বৃহ-স্পতিকে আহ্বান করিলেন। বৃহস্পতি মনেং বিবে-চনা করিতে লাগিলেন, কি দুর্ভাগ্য আমি যে স্থলে সহস্রাধিক মুদ্রা লাভাকাঙ্ক্ষায় আগমন করিলাম, সে স্থলে যে কপর্দ্দক লাভের লক্ষণ দেখি না, হায়! দুরদৃষ্ট আমি যত আশা করিয়াছিলাম, সকলি বিফল হইল, ইহা যে স্বর্গ যাত্রায় রসাতল পতন, অদ্ভুত অন্বেষণে

গরল প্রাপ্ত, আর যেমন স্ত্রী জাতির সন্তান কামনাযোগে স্বামি বিয়োগে নৈরাশ্য যুক্তা হয়, অদ্য আমি কশ্যপ আশ্রমে তাদৃশ দশাপন্ন হইলাম। যোত্রহীন জনগণ দর্শনে সাগরও সলিল শূন্য হইবার সম্ভব, ইহাত নির্ধন কশ্যপ মুনির নিকেতনে অবশ্যই চিত্ত স্থিত আশা তরু সমূলে উৎপাটন হইতে পারে, যাহা হউক, যজমান গৃহে অদ্য যে মাধ্যাহ্নিক নিমন্ত্রণ লাভ হইল, এই দুঃসময়ে ইহাকেই অধিক লাভ বোধ করা বিধেয়, এই বলিয়া কশ্যপ সহিত নির্জনস্থলে উপবেশন বার্তা নিযুক্ত হইলেন, ক্রমেং প্রখরতর দিবাকর কর ধরাতল ব্যাপিয়া সর্বগণ প্রাণী কুলে তৃষিত করিয়া বারিতে স্পৃহবত করিতে আরম্ভ করিল।

এমত সময়ে তপোধন আশ্রমে যুগপৎ সহস্র দল ভট্ট বিশিষ্টরূপে বিরচিত স্তুতিবাদ সুস্বরে উচ্চারণ পূর্বক অধিষ্ঠান হইল, তৎশ্রবণে মহামতি কশ্যপ দারুণ ত্রাসিত চিত্তে তাহাদিগের সন্নিধানে আগমন করিয়া কহিলেন, তোমরা এস্থলে কি জন্য এতাদৃশ বহু সংখ্যক ভট্ট, দল বদ্ধ হইয়া আগমন করিলে? তাহারা বলিল! মহাশয়ের কনিষ্ঠ তনয়ের অদ্য মহা ঘটার উপনয়ন উপলক্ষে আমরা প্রচুর পুরস্কার পাইবার প্রত্যাশায় আগমন করিয়াছি। আপনি কল্য দেবঋষি দ্বারা আমাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্তে

অস্বীকার হইলেন। তাহাতে কশ্যপ অতিশয় অপ্রতুল কালে আশ্রমে অনেক আগন্তুক অবলোকনে দারুণ ক্রোধ তন্ত্র হইয়া কহিলেন, দেখত দুর্ব্বিত্ত নারদের দৌরাত্ম্য দেখ, যে ব্যক্তি এক জন লোকের উৎকৃষ্ট অশন দ্রব্য আহরণে নিতান্ত অক্ষম, দুর্ব্বিত্তে কি না তাহার আশ্রমে এত অধিক সংখ্যক ভট্ট প্রেরণ করিয়াছে। অবিবেচক, নির্ব্বোধ কাণ্ডজ্ঞান রহিত, ক্রিয়া পণ্ডকারী ভণ্ড নারদের তুল্য অন্য জন ব্রহ্মাণ্ড অন্বেষণ করিলেও দৃষ্ট হয় না, ভট্টদল দর্শনেই তপোধন যৎপরোনাস্তি ক্রোধাশক্ত হইয়া যেমন দেবঋষিকে দুর্ব্বাক্য কহিতে ছিলেন এমত সময়ে সমীপস্থিত প্রকাণ্ড হট্ট কোলাহল সম অদ্ভুত ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ মাত্রেই আতঙ্কে রোমাঞ্চিতাঙ্গে অনুভব করিতে লাগিলেন। "উহা আবার কিসের কলরব শ্রবণ করি, নিকটাবর্ত্তি নগরে অকস্মাৎ অগ্নি উৎপাত উপস্থিত হইল, কি ভিন্নাধিকারের ভূপতি আসিয়া অস্মদাদির ভূস্বামির রাজ্য আক্রমণ করিল, উহা যাহা হউক একটা ভয়ানক অমঙ্গল দায়ক ব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, ও সর্ব্ব নাশ! ঐ বিষম কোলাহল ক্রমে যে আমার আশ্রমের নিকটেই বোধ হইতে লাগিল। কি করিব, কোথায় যাইব, কোন ব্যক্তির শরণ লইলেই বা প্রাণ রক্ষা পাইবে"।

এই চিন্তার ক্ষণকাল পরে অবলোকন করিলেন,

দিগ্‌দিগন্তর হইতে সংখ্যাতীত ধরামর সকল বামনের উপনয়ন উপলক্ষে নারদ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহারই আশ্রমে উপনীত হইলেন। বিপ্র মধ্যে কোনং জন আত্মীয়তা দর্শাইয়া অগ্রে আসিয়া কহিলেন। হে মহামতে কর্ম্ম কর্ত্তা বামন তাত! মহাশয়ের কনিষ্ঠ সুতের উপনয়নের কার্য্য কি সমাপন হইয়াছে! ও দিগের আর কত বিলম্ব। প্রায় সমস্তই আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছেন। ইঁহাদিগের বসিবার আসন এবং পদ প্রক্ষালনের বারি কোন স্থলে নিয়োজিত হইয়াছে! কেন কেন মহাশয় যে ম্লানভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া আশ্রমে আগত দ্বিজদিগকে সাদর সম্ভাবে আহ্বান করিতেছেন না! দেবঋষির কি কোন নগর বা গ্রাম বাসি বিপ্রকে নিমন্ত্রণ করিতে ভ্রান্তি জন্মিয়াছে! না, না, এরূপ হইতে পারে না। তিনি ত ভুলিবার পাত্র নহেন। কল্য বৈকালে আমাদিগের গ্রামে আপামর সাধারণ জন সকলের গৃহে গৃহে স্বয়ং যাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, কাহার প্রতি ভ্রান্তমতি হয়েন নাই। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মধ্যাহ্নাতীত কালের মধ্যে মহাশয়ের আশ্রমে উপনীত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার আদেশানুসারেই আমরা এতাদৃশ শীঘ্রং আগমন করিলাম।

কশ্যপ বিপ্রবর্গে বীক্ষণ করিয়া সজল নয়নে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হা দুর্ব্বিত্ত নারদ!

তোর মনে কি এই ছিল। হায় হায় হায়! কি করিলি, কি করিলি! সংখ্যাতীত বিপ্র সকলে মমাশ্রম হইতে অনশনে গমন করিলে অন্তে যে কি দুর্গতি হইবে তাহা বলিতে পারি না। আমি ভ্রান্তি ক্রমেও কখন তোর নিকট কিঞ্চিৎ পরিমাণেও অপরাধ করি নাই। কিন্তু তুই আমাকে সঙ্কটসিন্ধু মধ্যে নিমগ্ন করিলি! তপোধনের বিষম বিপদ বোধে বিলাপ করিবার সময়ে, শত শত বিখ্যাত গায়ক গায়িকা নর্ত্তক নর্ত্তকী সেই লোকারণ্য আশ্রমে আগমন করিয়া নৃত্য গীত আরম্ভ করিল, ক্ষণকাল পরে কশ্যপপুরে শত শত দল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বাদ্যকর বর্গে উপনীত হইয়া কশ্যপকে সজল নয়ন নীরিক্ষণে অনুভব করিল, "মহামতি মুনির বুঝি গায়ক গায়িকাদিগের মনোহর সংগীত শ্রবণে প্রেমাশ্রু পতন হইতেছে, এই সময়ে আমরা যদি সুশ্রাব্য বাদ্য দ্বারা উঁহার মনোরঞ্জন করিতে পারি, তবে অবশ্যই যথেষ্ট পুরস্কার পাইতে পারিব,,। ইতি বিবেচনে বাদ্য কর বর্গে স্বীয় স্বীয় ঢোল যন্ত্র বক্ষে ধরিল, এবং ঘন ঘন অঙ্গ ভঙ্গ কুম্ভাকারে মস্তক ঘুরাইয়া উত্তম রূপে বিবিধ বাদ্য নৈপুণ্য দর্শাইতে লাগিল।

ফলতঃ ঐ তপোধনের ক্রন্দন তপোভঙ্গের যাতনা অপেক্ষাও গুরুতর যাতনা বোধ হইল। তৎপরে অন্যান্য মুনিগণ, তীর্থবাসী, পাতাল বাসী, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ,

কিন্নর, বিদ্যাধর, প্রভৃতি বামন উপনয়ন উপলক্ষে আগমন করিল। অবশেষে সুরদল সহিত সুরপতি স্বীয় সহোদরের শুভ সংস্কারের নিমিত্তে আমন্ত্রণে আগমন করিয়া পিতার বিষম বিষণ্ন বদনে বীক্ষণে বিস্তারিত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কশ্যপ সুরেশ্বরকে আদ্যন্ত সমস্ত পরিচয় দিয়া এই কহিলেন। হে ইন্দ্র! তুমি আমার উপযুক্ত সন্তান। বিপুল তরঙ্গ বিশিষ্ট বিপদ সিন্ধুতে নিমগ্ন পিতাকে যদি পরিত্রাণ দিতে পার তবে ত্বরায় তাহার উপায় কর। যে ব্যক্তি এক জনের আহার আহরণে নিতান্ত কাতর, নির্লজ্জ পাষণ্ড, পামর, নারদে কি না তাহার আশ্রমে সর্ব্বলোকস্থিত ব্যক্তি বর্গকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে। এখন এস্থানে একবার তাহাকে দেখিতে পাইলে আমি এই দণ্ডেই তাহার সম্মুখে ব্রহ্মহত্যা হইব। এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও নিজ ভালে বক্ষস্থলে এবং পশ্চাদ্দেশে ঘন ঘন চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্র বলিলেন, হে পিতঃ ক্ষান্ত হউন। আশ্রমে আগত জনগণে অনশনে গমন করিলে আপনার পাতক হইবে না। যে জন আমন্ত্রণ করিয়াছে তাহাকেই অশেষ অঘ অর্শিবে।

এইরূপ কথোপকথন কালে কৌতুকাক্রান্ত স্বভাবশালী দেবর্ষি স্বকৃত সমারোহ দর্শনে সন্তোষ লাভার্থে কশ্যপ পুরের কিঞ্চিদ্দূরে থাকিয়া সর্ব্ব পশ্চাৎস্থিত আশ-

এতক্ষণ আপনকার অনুপস্থিতে ত্রিলোক শূন্যাকার নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। যাহা হউক অধুনা কশ্যপ আশ্রমে উপনীতা হইয়া অকিঞ্চনের আশা পূর্ণ করুন। আপনি তথায় গমন করিয়া যদবধি কশ্যপের চিন্তানল নির্ব্বাণ না করিবেন, তদবধি আমি তাহার সমীপে গমন করিব না, তাহার অন্তঃকরণ স্নিগ্ধ হইবার অগ্রে অপরাধিকে অবলোকন করিলে দারুণ প্রহারে অস্থি ভঙ্গ ও মস্তক চূর্ণ করিবে। তপোধন আশ্রমে চতুর্ভুজের জন্ম গ্রহণ জন্য মহামায়া আবির্ভূতা হইয়া ত্রিলোকবাসী ব্যক্তিগণকে ভোজন করাইবেন, ইহাতে আমার যে কত সৌভাগ্যের কার্য্য আশা হইতে হইল তাহা সীমা করিতে পারি না। কিন্তু তাহার স্থানে পুরস্কার বিনিময়ে তিরস্কার লাভ করিলাম। যাহা হউক সে পক্ষে আমি দুঃখিত নহি, এক্ষণে কোন ক্রমে তাহার [illegible] জন্মাইলেই আমি পরিতুষ্ট হইব।

তাহা শ্রবণ করিয়া অসীম গুণ শালিনী সর্ব্বলোক পালিনী ভগবতী অন্নপূর্ণা রূপিণী হইয়া কশ্যপ আশ্রমে সদাশিব সহিত সত্বরে সমাগতা [illegible] ব্যাকুলচিত্ত বাসবকে অভয় বাক্যে কহিলেন। [illegible]! চিন্তাতুর হইও না, তুমি এক্ষণে [illegible] সন্তানের শুভ সংস্কার স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন কর। তোমার আশ্রমে [illegible]

জন আগমন করিয়াছেন ইহার মধ্যে কেহই অন্যত্রে গমন করিবে না।

বিপদাক্রান্ত তপোধন মহাদেবীর দর্শনে ও তাঁহার আশ্বাস বাক্য শ্রবণে কৃতকৃতার্থ বোধ করিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক বিনয় বাক্যে কহিলেন হে মাতঃ অমৃত ভাষিণী, দুর্গতি নাশিনী, দুস্তার তারিণী আশু দুঃখ হারিণী উমে, আপনি যে নিজ গুণে সদয়ান্তঃকরণে দুঃখীন কশ্যপ আশ্রমে আরাধনা ব্যতীত আগমন করিয়া এ পরিমাণে অনুকম্পা বিতরণ করিবেন, ইহা আমার স্বপ্নের অগোচর। যে সর্ব্বগুণ সম্পন্না অলোক পরাক্রমা জ্ঞানময়ী জগত জননী দণ্ডায়মানা হইয়া অভয় দান করিলেন, সে স্থলে অজ্ঞান তনয়ের আর রোদনের বা চিন্তার বিষয় কি! এইরূপ কশ্যপ মুনি মহাদেবীকে যথাসাধ্য স্তব করিয়া হৃষ্টচিত্তে বিশিষ্ট প্রকাশ্য ভাবেই সুরাচার্য্যকে লইয়া সুতের যজ্ঞ উপবীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, মস্তক মুণ্ডন, কর্ণবেধ, কুশা উপবীত ধারণের পর যৎ কালে নব ব্রহ্মচারী রক্ত বস্ত্র পরিয়া বদন আচ্ছাদন পূর্ব্বক স্কন্ধে ঝুলি, হস্তে বিল্ব দণ্ড, বেণুশাখা ধরিয়া ভবতি ভিক্ষাং দেহি বলিলেন। তখন সুরারাধ্যা মহামায়া অন্নপূর্ণা রূপে স্বর্ণময় থালায় ব্রহ্মচারিকে অন্ন ভিক্ষা দান করিলেন, [illegible] ব্রহ্মচারীকে

ভিক্ষা দিবা উলু উলু শঙ্খধ্বনি করিয়া কুটীর অভ্যন্তরে নূতন ব্রহ্মচারীকে অপ্রকাশ্য ভাবে রাখিলেন।

তদনন্তর অন্নপূর্ণা স্বয়ং কশ্যপের পাকশালায় অদিতি সমীপে যাইয়া কহিলেন, ও অদিতে, তুমি কত পরিমাণে অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়াছ! অদিতি বলিলেন মাতঃ! আমি অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্ট রন্ধনের আহরণীয় দ্রব্য কোথায় পাইব! যে রন্ধন করিয়া লোকের বুভুক্ষা দূর করিতে সক্ষমা হইব, যথা শক্তি এক জন ব্রাহ্মণের অশন উপযুক্ত ওদন ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়াছি। দেবী বলিলেন কৈ কৈ তাহা আমার সমীপে আনয়ন কর। অমনি অদিতি অন্নদার আদেশে উপস্থিত অন্ন অবলোকন করাইলেন। অন্নাধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই সামান্য সূপ সহিত অন্ন বীক্ষণ মাত্রেই তাহা হইতে একেবারে রাশি২ পর্ব্বতাকার২ অন্ন উৎপত্তি করিতে লাগিলেন, কশ্যপের আশ্রম অতি সংকীর্ণ তথায় সে অন্ন থাকিবার স্থান কি প্রকারে হইতে পারে? ক্রমে গ্রাম ব্যাপিয়া স্থানে২ অতি উচ্চাকারে প্রচুর ওদন সংরক্ষিত হইল! কোন স্থানে প্রকাণ্ড সরোবরাকারে সূপস্তূপ কোন স্থানে সমুদ্রস্তূপের সদৃশ সুপাক শাক রাশি, কোন স্থানে সুখণ্ড ঘৃত ভর্জ্জিত নারীকেল খণ্ড রাশি, [illegible] আকারে উর্দ্ধিত বার্ত্তাকি খণ্ড রাশি, কোন [illegible] রাশি, কোন২ স্থানে স্তূপাকারে সুস্বাদু হৃষ্ট অলাবু খণ্ড কুষ্মাণ্ড খণ্ড,

যখন তপন অস্তাচলে উপনীত হইলেন, কমলিনী প্রিয় বর বিরহ বিচিন্তনে ম্লানাভাবে ক্রমে কুণ্ঠিত বদনে অপ্রাং সমীরণ সংবদে বোধ হইতে লাগিল যেন প্রাণ কান্তকে শির সঞ্চালন পূর্ব্বক এই কহিলেন, হে প্রাণ পতে! তুমি অস্তাচলে, যাইও না, দিবাকরও যেন আপরাহ্নিক তেজঃহীন লোহিতাকার রশ্মী দ্বারা এই কহিলেন, হে প্রেয়সি কর্ত্তব্য কর্ম্মে গমনে বিঘ্ন দিও না। এই দেখ আমি তোমার ম্লানবদন নিরীক্ষণে নিঃস্তেজ হইলাম, পক্ষি কুল আকুল চিত্তে ঝাঁকেং স্বীয়ং কুলায়াভিমুখে গমন করিতে লাগিল, ক্রমে তাহু অবনীমণ্ডলস্থ প্রাণী বর্গের নয়ন পথের অতীত হইলে বিপ্রবর্গ সায়ং সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে স্রোতঃস্বতী তীরে গমন করিলেন, এমতকালে অন্নপূর্ণা সর্ব্বজনে সুন্দররূপে ভোজন করাইয়া সাদর বাক্যে বিদায় করিলেন, এবং অবশেষে মারদ, কশ্যপ অদিতিকেও তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া শিব সহিত কৈলাস যাত্রা করিলেন।

ত্রি দিবসান্তে বামন যজ্ঞোপবীতের বিধান ক্রমে গুপ্ত ভাবে ব্রহ্মচর্য্য যজিনের নিয়ম ভঙ্গ দিবসে অতি প্রত্যুষে স্নান করিয়া গায়ত্রী সন্ধ্যাদি সমাপন করিলেন কিঞ্চিৎ ক্ষণ বিলম্বে রাজপথে পিপীলিকা শ্রেণিবদ্ধ ত্রিকোপজীবি বিপ্রবর্গ, ভট্ট, আচার্য্য অনাত্ম্য দীন হীনগণে গমন করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

তোমরা সকলে কোথায় গমন করিতেছ ? তাহারা কহিল বলিরাজা কল্পতরু হইয়াছেন। এ সময় যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট যাহা যাচ্ঞা করিতেছে সে তাহাই পাইতেছে। আমরা সকলে এই শুভ সংবাদ শুনিয়া সেই বলিরাজার ভবন ভিক্ষার্থে গমন করিতেছি, এ সম্বাদে বামন ত্বরায় কশ্যপ সমীপে আসিয়া কহিলেন, হে পিতঃ! বলিরাজা কল্পতরু হইয়া সব্ব জনকেই অভিলষিত ধন দান করি- তেছেন। আমি সেই বলিরাজার নিকটে যাইয়া প্রচুর ধন ভিক্ষা করিয়া আনিব, ইহা হইলেই মহাশয়ের অনা- য়াসে দৈন্য দূর হইবে। কশ্যপ কহিলেন রে অজ্ঞানপুত্র! ও কথা কহিও না, সে দৈত্যরাজ বলি দেবতাদিগের প্র- ধান বিপক্ষ, তুমি সুরদিগের কনিষ্ঠ সহোদর, ইহা সে অবগত হইলে তদ্দণ্ডেই তোমাকে বিনাশ করিবে। ইহা শুনিয়া বামন সস্নেহে কহিলেন অতএব আপনি অব- গত হইতে পারিবেন। সে দৈত্য বলি দেবতাদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য আর করিতে পারিবে না, ঐ দৌরাত্ম্য দমন জন্যই আমি তোমার ঔরসে অদিতির গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, বামন কহিলেন। না পিতঃ! আমি তথায় যাইয়া অভিলষিত ধন যাচ্ঞা করিয়া আনিবার নিতান্ত বাসনা করিয়াছি, আপনি ইহাতে প্রতিবাদ করিবেন না, অন্যান্য ভিক্ষুক দল যেমত ভিক্ষুক হইয়া ভিক্ষা করিতে যাইবে সে সময়ে আমারও তেমনি যাইতে

নহে। এবং সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণগণমধ্যে এক্ষণে আপনার বাটীতে আগন্তুক অতিথির প্রতি অত্যাচার কেহই করে না। কশ্যপ ধন লোভে বালকের একান্ত ভিক্ষার্থে যাইবার আগ্রহতা অবলোকনে অগত্যা দৈত্যরাজ ভবনে গমনে অনুমতি করিলেন।

পিতার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া পদে পাদুকা পরিধান, এবং নূতন মুণ্ডনকৃত মস্তকে ভাস্কর আতপে শীঘ্র তাপিত হইবার আশঙ্কায় আতপত্র ধারণ পূর্ব্বক বলি সন্নিধানে যাত্রা করিলেন, খর্ব্বাঙ্গে অলোকরূপ বিশিষ্ট নব ব্রহ্মচারি রাজ পথে যখন অন্যান্য যাচক দলের অনুবর্ত্তী হইলেন তখন তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেহে নব ব্রহ্মচারি কুমার, তুমি কোথা গমন করিবে? বামন বলিলেন, আমি বিপ্র পুত্র, বলিপুরে দান গ্রহণ জন্য গমন করিতেছি। অন্যান্য যাচক গণে ইহা শ্রবণে এবং বামনের অবয়ব দর্শনে অন্তঃকরণে আতঙ্ক জন্মাইবায় পরস্পরে এই পরামর্শ করিতে লাগিল, ওহে ভাই! এই খর্ব্ব বালকের রূপ দর্শনে অন্তঃকরণে এমত বোধ হইতেছে, বুঝি বলিরাজা উঁহাকেই সকল ধন দান করিবে, আমরা কিছুই পাইব না। অতএব চলহ আমরা উহার অগ্রে ত্বরায় অগ্রে যাইয়া দান গ্রহণ করিব। এই বলিয়া আমরা দ্রুত গমন করিল। বামন তাহাদেরই

পশ্চাৎ২ চলিলেন। সায়ংকালে দূরস্থ ব্যক্তিরা নিরী-
ক্ষণ করিল যেন একটি ছত্র আপনি চলিয়া যাইতেছে। ইঁ-

যাহারা তাঁহাকে পশ্চাৎ রাখিয়া অগ্রে বলিপুরে উপনীত হইবার বাসনা করিয়াছিল, তাহারা দ্রুত গমনে অনেক দূর অতিক্রম করিয়া মনে২ বিবেচনা করিল, এতক্ষণ সেই বামন বালক দুই তিন ক্রোশ পশ্চাতে আছে। এই বিতর্ক করিয়া পশ্চাৎদিগে দৃষ্টি মাত্রেই সমীপবর্ত্তী বামনে বীক্ষণ করিল, তদ্দৃষ্টে তাহারা পুনঃ মন্ত্রণা করিল, ওরে ভাই সেই খর্ব্ব বালকটা এখনও সঙ্গ ছাড়ে নাই। আইস২ এইবার বিশিষ্টরূপে দ্রুত গমন করি, ঐ বামন বালক কি প্রকার আমাদিগের সঙ্গে চলিতে সক্ষম হয় তাহা দেখা যাউক। দ্বিতীয়বার তাহারা যথা সাধ্য দ্রুত গমন করিয়া বহুদূরান্তরে যাইয়া পশ্চাৎদিগে বামন বালকে দেখিতে পাইল না। ইহাতে আহ্লাদিত হইয়া কহিল, কেমন কেমন বড় যে বীর্য্য প্রকাশিয়া আমাদের সঙ্গে সমভাবে চলিবার বাসনা করিয়াছিলে? এইবার, আইস বুঝা যাউক। সর্ব্বজ্ঞ বামন তাহাদের মনুষ্যকরণের ভাব বুঝিয়া সেবারে পশ্চাতে না থাকিয়া বহুদূরান্তরে যাইয়া [illegible] [illegible] দ্রুতগমন করিয়া সেই বামনকে [illegible] কহিল। ওরে ভাই, [illegible]

ঐ পদের ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করিয়া বুঝি রাজা হইবে ;
কি সেইস্থলে উহার বাপের শিশু প্রমাণ করিবে ?
ও যদি আমাদিগের বালক হইত, তাহা হইলে এই দণ্ডে
বসের হাটে রাখিয়া আসিতাম। রাজা একবার ঐরূপ
আমাদিগকে বলুন্ দেখি ; কেমন উঁহাকে বুঝা যায়।
কেহ চাহিতে পায় না, কেহ পাইলে চায় না,” বলির
বাসিতে অত্ত বড় কৌতুক দেখিলাম। তৎকালে বলি
রাজার পুরোহিত শুক্রাচার্য্য ক্ষুদ্রাকার বামনের ক্ষুদ্র
যাচ্ঞার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বোধ করিলেন, “এ বামন সামান্য
মানব শিশু নহে। এ যখন রজত কাঞ্চন মণি মাণিক্য
পরিত্যাগ করিয়া পুনঃ২ নিজ পদ পরিমের ত্রিপাদ ভূমি
চাহিতেছে, তখন চক্রীর চক্র ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।
এক্ষণে বলিকে এপক্ষে সাবধান করাই আমার কর্ত্তব্য,
এবম্প্রকার বিতর্ক করিয়া কহিলেন। ওঁ বলি ! তুমি এই
বালক বামনের প্রার্থনা পূরণে কদাচ স্বীকার হইও না।
উঁহার অবয়ব অবলোকনে আমার এতাদৃশ বোধ হই-
তেছে, যেন বামাকৃতি কোন [illegible] তোমাকে
ছলনা করিতে আসিয়াছেন ! উহাকে ত্রিপাদ ভূমি
[illegible] কারণেই তুমি বিষম বিপদগ্রস্ত হইবে। সাবধান
পুরোহিতের [illegible] অবজ্ঞা করিও না।” বলির
[illegible]
[illegible]

চার্য্যের একটিচক্ষু বিদ্ধিয়া উৎপাটন করিল। তখন শুক্রাচার্য্য দারুণ চক্ষুনেত্র উৎপাটনের যাতনায় উহু আর মরি মরি, বাপ বাপ বাপ, গেলামও, শব্দে ভূঙ্গার হইতে বহির্গত হইয়া সভা মধ্যে কখন শয়ন, কখন দণ্ডায়মান, কখন দ্রুত গমন, কখন বিচেতন হইয়া পড়িতে লাগিলেন, এবং চৈতন্যকালে দুঃসহ যাতনায় ক্রোধ তন্ত্র হইয়া বলিকে দুর্ব্বাক্য কহিতে লাগিলেন।

ভগবান শুক্রাচার্য্য বলিরাজার বাটীতে এইরূপে এক নেত্র হীন হওয়াতে অদ্যাবধি সর্ব্বলোকে তাঁহাকে কাণা শুক্র কহে। ইহার পরে বলিরাজা কুশবারি সংযুক্তে মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বামন নব ব্রহ্মচারীকে ত্রিপদ ভূমি প্রদান করিয়া কহিলেন। হে বামন! আপনি যথা সাধ্য যে স্থলে ইচ্ছা সেই স্থলে নিজ পদে ত্রিপদ পরিমেয় স্থান গ্রহণ করুন।

তখন বামন একেবারে অদ্ভুত বিরাট মূর্ত্তি ধরিয়া এক পদে মর্ত্তোমণ্ডল ভেদ এবং দ্বিতীয় পদে পাতাল ভেদ করিলেন। তৃতীয় পদের স্থান জন্য অতি ভীষণ স্বরে বলিকে বলিতে লাগিলেন। ওরে বলি সত্বরে আমার তৃতীয় পদের স্থান এবং দান সকল নিমিত্তক দক্ষিণা দে। নতুবা অচিরাৎ আমি তোর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দণ্ড করিব। বলিরাজা অকস্মাৎ অসম্ভবাকার অবলোকনে কিংকর্ত্তব্য জ্ঞানে বিচেতন পদার্থ

যেমন স্থানাভাব, তেমনি প্রভুর তৃতীয় পদাভাব। অতএব উভয় অভাবে সমভাব ভাবিয়া অকিঞ্চনে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পাতক হইতে অব্যাহতি দান করিয়া কৃত কৃতার্থ করুন।

বলিরাজা প্রিয় প্রণয়িনীর পরামর্শ শ্রবণ মাত্রেই তাহাই কহিলেন। তত্র কমলআঁখি বলির বাক্যাবসানে তৎক্ষণাৎ নিজ নাভিদেশ হইতে বিশ্ব বিমোহিত কর বৃহৎ পদ বহির্গত করিয়া কহিলেন। ওরে বলি! এইত আমার তৃতীয় পদ, ত্বরায় তুমি ইহার স্থান দান কর। তচ্ছ্রবণে বলি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাকুল হইয়া বনিতাকে বলিলেন। হে বৃন্দে! তোমার পরামর্শানুসারে তৃতীয় পদ দেখাইতে বলিয়া বিষম সঙ্কটে পড়িলাম। হায়২, কি করিব, কোথায় যাইব, কেনই বা এমত কথা কহিলাম। আমি ইহা না বলিলে বড়ই ভাল হইত। বৃন্দে বলিলেন, হে নাথ ইহার নিমিত্ত কেন এপরিমাণে উদ্বিগ্ন হইতেছেন। ত্বরায় ঐ তৃতীয় পদ মস্তকে ধারণ করুন। এই পরামর্শে বলি অপার আনন্দ লাভে আত্মীয় পত্নিকে যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিয়া অবিলম্বে সেই তৃতীয়পদ ধারণার্থ মস্তক পাতিয়া দিলেন। কৃপাসিন্ধু ভক্তবৎসল নারায়ণ তৎক্ষণাৎ দৈত্যেশ্বর শিরে চরণ অর্পণ করিয়া তাহাকে কৃতকৃতার্থ করিলেন।

বলিরাজা বিষ্ণুপদ মস্তকে ধরিয়া এই বলিয়া স্তব

করিতে লাগিলেন। হে প্রভো! মদীয় সদৃশ ভাগ্যবান ত্রিলোক মধ্যে অন্য জনে অবলোকন করি না। যে পদ যোগী ঋষি জনে যুগযুগান্তর নিরাহারে কায়া বিনষ্ট করিয়াও ধ্যানে পায় না, অদ্য আমি কি না সেই পদ মস্তকে ধারণ করিলাম। অত্র স্তোত্রকালে মহাত্মা প্রহ্লাদ নিজ পৌত্রের নিগ্রহ বার্ত্তা শ্রবণে ত্বরায় গোলোকপতি সমীপে আসিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক বিনয় বাক্যে কহিলেন। হে প্রভো, অন্য লোকে যে পদে চন্দন তুলসী পুষ্প প্রদানে কৃতার্থ লাভ করে, বলি সেই পদে ত্রিলোক সমর্পণ করিয়া কি কারণে দৃঢ় বন্ধনের যাতনা ভোগ করে। বিষ্ণু বলিলেন। তুমি বলির যে বন্ধন দেখিলা, ওবন্ধন বলির প্রতি হয় নাই। ভক্ত আমাকে উহাপেক্ষায় ভক্তি ডোরে দৃঢ় বন্ধন করিল। বন্ধনের যে কত ক্লেশ তাহা আমি ভক্তবর্গকে দেখাইলাম।

তদনন্তরে দৈত্যরাজের বন্ধন বিমুক্ত করিয়া কহিলেন। হে বলি! তুমি এই ত্রিলোক মধ্যে যে স্থলে সুখে বসতি করিতে বাসনা কর, সেই স্থল প্রাপ্তের বাসনা মৎ সমীপে বর যাচ্ঞা কর। কিন্তু সুর সর্ব্বের শঙ্কা শূন্য করিবার আশয়ে স্বর্গ স্থলে রাখিবার অন্তঃকরণে অভিলাষ নহে। বলি বন্ধন বিমুক্ত হইয়া বিনয় বাক্যে কহিলেন। প্রভু, বলি অকিঞ্চনের প্রতি এতাদৃশ অনুকম্পা উক্তি করিলেন। তবে পিতা মহাশয় সর্ব্বরাজে অনুমতি

করুন। যথায় অনুক্ষণ প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিব। কমলাপতি স্বর্গে স্থান দান না করিবার বাসনায় ছল করিয়া কহিলেন। তুমি যদি স্বর্গবাস অভিলাষ কর, তবে শত মুর্খ সহিত কালাতিপাত করিতে হইবে। আর যদি পাতালপুরে আশ্রমী হও, তবে পঞ্চ পণ্ডিত পারিষদ পাইবে। অনুক্ষণ আমার চরণ দর্শনের যে আকাঙ্ক্ষা করিতেছ। সে বিষয়ে কোথাও নৈরাশ হইবে না। অদ্যাবধি অনুক্ষণ আমি তোমার দ্বারের দ্বারী হইয়া রহিলাম। কলিকালে তুমি স্বর্গে ইন্দ্রত্বপদ ভোগ করিবে। তাহা শ্রবণ করিয়া বলিরাজা মুর্খের সহিত অমরপুরে বসতি না করিয়া পঞ্চ পণ্ডিত সহিত পাতালে বাস করিলেন। ভক্তের প্রীতি জন্য ভক্তবৎসল অনন্ত কাল বলির দ্বারে দ্বারী হইয়া রহিলেন।

বামনভিক্ষা সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সর্ব্বচিত্তরঞ্জন।

ধ্রুবচরিত্র।

অতি বদান্য গুণি অগ্রগণ্য সর্ব্ব লোকে ধন্য মহামান্য উত্তানপাদ নৃপবর কর্ম্ম সূত্রের দৃঢ় বন্ধনে উভয় বনিতাকে সমভাব ভাবাভাব স্বভাবে দুর্ম্মতি অতি প্রণয়িনী সুরুচির অনুরোধে, নিরপরাধে জ্যেষ্ঠা মহিষী সুনীতিকে কান্তার চারিণী হইতে আদেশ করিলেন।

এই সম্বাদে সুনীতি সুষুপ্তি সময়ে শিরে সর্প দংশন বৎ বোধে শীঘ্র স্বামি সমীপে আসিয়া শঙ্কায় বিধুত কলেবরে বাষ্পবারি পূর্ণিত লোচনে, কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন। হে নাথ! কি অপরাধে অবলা সরলা অধিনীকে অনাথিনী করিয়া অরণ্যার্পণে বিধান করিলেন। আমি কস্মিন্কালেও আপনকার শ্রীপাদ সরসিজ সন্নিধানে আদেশ প্রতিকূল পন্থায় পদার্পণ করি নাই। অহর্নিশি ভর্ত্তা বার্ত্তা ব্যতীত অতীত কি বর্ত্তমানে যদি অপর পুরুষের অবয়ব জাগরণে বা স্বপনে অন্তঃকরণ মধ্যে ক্ষণকাল অন্যো অনুস্মরণ করিয়া থাকিতাম, তাহা হইলে আমার অতি তাপিত দহ্যমান হৃদয়কে অপরাধারলম্বন রূপে বারিদানে স্নিগ্ধ করিতে পারিতাম।

ইহা যে বিনা মেঘে বজ্রপাত! নিদ্রিতজনে খড়্গাঘাত, কেন কেন কিসের জন্য অকারণে অভাগিনীর প্রতি এতাদৃশ নিদারুণ নিগ্রহের আজ্ঞা করিলেন। আপনি মানব দেহ ধারণের ধারামত দোষ বিনা রোষ হইতে কি কিঞ্চিৎ পরিমাণে ক্ষুব্ধ চিত্ত হইলেন না? আর বলি যদি সেই অতি প্রণয়িনীর অনুরোধেই একার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, সেও মহারাজের সপক্ষ পক্ষ বাক্য কোন ক্রমেই কহে নাই। কেন না অকৃতাপরাধে পতিব্রতা সতী সাধ্বী প্রধানা মহিষীকে অরণ্যে অর্পণ করিলে, পরিণামে যে পাতকের ফল ভোগ করিতে হইবে, সে অতি প্রণয়িনী হইয়া এ অমঙ্গল বিবেচনের শঙ্কা কৈ করিয়াছে!।

আমি নিজ প্রাণাধ্যবসারে কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত নহি। তবে এই ভাবনায় ব্যাকুল হইতেছি, পাছে সাধ্বী স্ত্রীর মনোভঙ্গে নাথের অমঙ্গল ঘটে। হে রাজন! যদি কোন মদীয় অপরাধ অবগত হইয়া থাকেন। তাহা সম্বরে ব্যক্ত করুন। আমি জানিতে পারিলে এইক্ষণে আপনার সম্মুখে স্বয়ং প্রাণে দণ্ডরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে ক্ষণকালও বিলম্ব করিব না। ভাল, আমি যেন তোমার প্রণয়িনী নহি, সম্বন্ধে প্রধানা মহিষী বটি। আমার ধন মান জাতি প্রাণ সকলই তোমার করে অর্পিত হইয়াছে। মহারাজ রক্ষা না করিলে বলুন আর কে রক্ষা করিবে।।

স্বামি সুখে স্ত্রী জাতির সুখ, স্বামি দুঃখে স্ত্রীজাতির দুঃখ, দেখুন। রমণীর স্বামি বিনা আর কি ধন আছে?। অখিল সংসারে অবলোকন করুন। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি স্ত্রী যত্নে রক্ষা করে, আপনি সর্ব্বগুণ সম্পন্ন অসাধারণ ধীশক্তি ধারণ করিয়া কি প্রকারে মাতঙ্গ, তুরঙ্গ কুরঙ্গ, সিংহ, শার্দ্দুলবৃক, ভল্লুক, পরিপূর্ণিত অরণ্যে আপন জ্যেষ্ঠা মহিষীকে অর্পণে অনুমতি করিলেন? পুত্রে তনয় জন্মে নাই, যে আপনার অতি প্রণয়িনীর গর্ব্ভস্থ তনয়ের রক্তাংশী হইবে। একাল পর্য্যন্ত কখন ভবনের বাহিরে পদার্পণ করি নাই। হে নাথ! আমি কেমন করিয়া দুর্গম কাননে পদব্রজে গমন করিব, যদি একাকিনী বনচারিনী রমণী দর্শনে কোন অত্যাচারী দুরাত্মা জনে জাতি ধ্বংস করিতে উদ্যোগী হয়, তখন সে স্থলে জাতি মান লজ্জা কে রক্ষা করিবে?।

উত্তানপাদ নৃপবর এতাদৃশ বিলপিত করুণাময় বাক্য বধীরবৎ শ্রবণ করিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ভর দিয়া কহিলেন। রে কিঙ্করগণ! তোমরা ত্বরায় সুনীতিকে অরণ্যে সমর্পণ করিয়া আইস। দূতগণে কি করে। অগত্যা নৃপাজ্ঞা রক্ষার্থে সুনীতিকে যানবাহনে লইয়া ক্রমে ভয়ানক কানন সমীপে উপনীত হইয়া তথায় আহারা রোদন করিয়া কহিল। হে মাতঃ! আপনাকে মহারাজ নিতান্ত রোষে কান্তার চারিণী করিলেন। এক্ষণে

হা পাপিয়সী অবলা ! ক্রোর অন্তে যে এত অভিলাষ ছিল, ইহা আমি কখন স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই। কি করিব, কোথা যাইব, কাহার নিকটে যাইয়া তরঙ্গমালা পরি-পূর্ণিত অপরিসীম দুস্তার বিপদ সমুদ্র হইতে ত্রাণ পাইব, হে বিপত্তে মধুসূদন! তুমি ভিন্ন দীনা হীনা উপায় বিহীনা অবলার উপায় নাই। তুমি পাম পক্ষপাত বিহীন। অনুপায়ের উপায়, অগতির গতি, বিষম অবিবেকী নিষ্ঠুর পরাকাষ্ঠা স্বামী হস্তে পতিতা অকূল মগ্না সুনীতিকে রক্ষা কর।

সুনীতি যে সময়ে এইরূপ অশেষ বিশেষ বিলাপ জনক বাক্যে রোদন করিতে ছিলেন, তৎকালে সেই কান্তার স্থিতা পথবর্ত্তিনী কতিপয় ঋষি তনয়া অকস্মাৎ অরণ্য মধ্যে রমণীর রোদন ধ্বনি শ্রবণে ত্বরিত গমনে, তৎসন্নিধানে সমাগতা হইয়া সুধাইতে লাগিলেন। হে অদ্ভুত অলৌকিক রূপলাবন্য সম্পন্নে! তুমি দেব কন্যা কি গন্ধর্ব কন্যা ?। মায়া মূর্ত্তিতে মানবী রূপিনী হইয়া এই অবনী মণ্ডলে অনিবার বিষম ব্যাকুল চিত্তে রোদন করিতেছ। কে তুমি, কিবা নাম, কোথায় ধাম, কাহার বনিতা ! কহ কহ কহ। তোমার রোদনরূপ হলাহল মিশ্রিত প্রখরতর শর আমারদিগের অন্তর বিদীর্ণ করাতে কোন ক্রমে প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। এ প্রকার মধুর সম্ভাষে সুনীতি কহিলেন। হে মাতঃ সকল! তোমরা কি

একাকিনী অতি-দুঃখিনীর দুঃখে দয়ার্দ্র চিত্তা হই-
য়াছ ? আমি বোধ করিয়াছিলাম, আমার দুঃখে দুঃ-
খিত হইবার ভাজন ত্রিলোকে প্রাণিবর্গ মধ্যে এক প্রাণীও
নাই। আপাততঃ তোমাদিগের মধুময়-বচন শ্রবণে
আমার অনেক দুঃখ শান্তি হইল। অধুনা মদীয় দুঃখের
বিস্তারিত বিবরণ সকলে অবধান করুন। উত্তানপাদ
মহীপালের দুই বনিতা। জ্যেষ্ঠা সুনীতি, কনিষ্ঠা সুরুচী,
কনিষ্ঠা অতি প্রণয়িনী প্রযুক্ত স্বভাব বশত সপত্নীর
অনিষ্ট আকাঙ্ক্ষায় অকৃতাপরাধে জ্যেষ্ঠাকে অরণ্যে
প্রেরণার্থে পতিকে অনুরোধ করিল; নিতান্ত ভ্রান্ত
কান্ত বিচার বিনা মনোরমার মনোরঞ্জন জন্য সুনী-
তিকে কাননে সমর্পণ করিলে। আমিই সেই দুঃখিনী
সুনীতি ! উপায় অদর্শনে রোদন করিতেছি।

তচ্ছ্রবণে তাপস-তনয়াগণ দয়ার্দ্রচিত্তে বাষ্পবারি
পূরিত-লোচনে নিজ নিজ পরিচয় প্রদানানন্তর অভয়-
প্রদানে প্রবৃত্তা হইলেন। হে মাতঃ তুমি রোদন করিও না।
আইস২ আমারদিগের আশ্রমে আইস। আমরা যে
রূপে কাল যাপন করি, তুমিও সেই প্রকারে কানন
অভ্যন্তরে কাল যাপন করিও। আমরা সর্ব্বদা তোমাকে
রক্ষণাবেক্ষণ করিব। এক্ষণে আমাদিগের প্রাণ থাকিতে
তোমার শরীরে দুঃখ বা [illegible] হইবে না। যে
[illegible] ভুজঙ্গিনী [illegible] [illegible] আদি বনবাসিনী,

দিগের যেন কেহ পশ্চাৎ হইতে কর্ণ কুহর সমীপে কহিতেছে, ভবিষ্যতে এই শিশু অদ্বিতীয় মহানুভব ব্যক্তি হইয়া পরম পরাৎপর জগৎপিতা সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরকে প্রগাঢ় সাধন ডোরে প্রবন্ধন করিয়া ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পালের স্বীয় স্বীয় পদ ইহা কর্ত্তৃক বিয়োগ আশঙ্কায় কম্পান্বিত কলেবর করিবে। এবম্ভূত লক্ষণ যুক্ত শিশু যাঁহার গর্ভে জন্মে, তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ পরম ধন্যা পরম ধন্যা কহি। অবশেষে মুনিগণ সুনীতিদেবে নবজাত শিশুর ধ্রুব নাম রাখিবার আদেশ করত স্ব স্ব স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন।

তখন সুনীতি নবজাত তনয় ক্রোড়ে করিয়া অবলা স্বভাবে হরিষে বিষাদ উপস্থিতে অশেষ বিশেষ বিলাপ জনক বাক্য বিন্যাস পূর্ব্বক ক্রন্দন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হা বিধাতঃ তোমার মনে কি এই ছিল! আমি যত দিন নৃপ মহিষী হইয়া নৃপ ভবনে ছিলাম, তুমি তত দিন এঅভাগিনীকে সন্তান দানে কেন বিমুখ ছিলে। এক্ষণে আমাকে এরত্ন দান করে, ইহা নিগ্রহ করা মাত্র। আমি কি প্রকারে এশিশু প্রতিপালন করিব, ইহা নৃপ ভবনে জন্ম যদি ভুমিষ্ঠ হইত, তবে কত শত আশীর্ব্বাদক দ্বিজবর্গ, মঙ্গল ধ্বনি প্রকাশক, বাদ্যকর, দীন দুঃখি উপায় বিহীন জন সমূহে এতদূর পুরস্কারে আশু পরিপূর্ণ তুষ্ট হইত।

না পারিয়া অবশেষে পেষিত তণ্ডুল বারি সংযোগে শুক্ল বর্ণ কৃত্রিম দুগ্ধ কতকগুলি ক্ষুদ্র মৃন্ময় পাত্রে পরিপূর্ণ করিয়া তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন, ধ্রুব কখন গাভী দুগ্ধ আস্বাদন অবগত নয় বটে, তাহাই পান করিতেং অন্যান্য বালক বৃন্দ সমীপে দ্রুত যাইয়া তাহাদিগের অনুরূপ পয়ঃপান করণের স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। কিন্তু সুনীতির চিত্তমধ্যে অতীব ব্যাকুলতা উপস্থিত হওয় য় মনেং কহিতে লাগিলেন। রে অভাগ্যবতীর পুত্র। তুই রাজার ঔরসে রাণীর গর্ভে জন্মাইয়াও সামান্য গাভী দুগ্ধের স্বাদ জ্ঞাত হইতে পারিলি না।

ইহার পর কিয়ৎ দিবস বিগতে ধ্রুব অন্যান্য শিশুর বস্ত্র পরীধান বিলোকনে জননী বিদ্যমানে আ' গিয়া বস্ত্র পরীধান জন্য আস্ফালন ও রোদন করিতে লাগিলেন। রাণী বালকের পরিবেদনা বিহীন ও স্বয়ম্ ব্যাকুল চিত্তে বসন বাসনা বীক্ষণে অজস্র নয়ন দ্বয়ে ধারে দর্শি হইতে অশ্রুধারা নিপতনে বক্ষ ভাসাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন। রে হতভাগ্য ভাগ্যহীনা অনাথিনী যোষা নন্দন। তুই মধ্যেং আর্দ্র ইন্ধন প্রবল প্রজ্বলিত হুতাশন কুণ্ডাচ্ছাদিত হৃদয় অভ্যন্তর স্থিত গৃহে সংবাদ পুরঃসর দ্বার দাহ করিস না। একে আমি নিজ অদৃষ্ট কিঙ্করের বিষম তাপে দহ্যমানা হইতেছি, তাহার উপর তুই কেন আবার দ্বিগুণ আগুন প্রজ্বলিত করিবার

উদ্যোগী হইল। ধ্রুব জননীর রোদনে বর্ষনে শান্ত না হইয়া ক্রমেং অধিক উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। কখন ধূল্যবলুণ্ঠন, কখন গর্ভধারিণীর অঞ্চলাকর্ষণ, কখন পেলবকায়ে কর্দম লেপন, কখন কুটীর দ্বার ভঞ্জন পূর্ব্বক বস্ত্র দে বস্ত্র দে শব্দ করিতে লাগিলেন। সুনীতি উপায় বিহীন বিচিন্তনে নিজ পরিধিতা বসনাগ্রভাগ ছিন্ন করত অঞ্চল দিয়া চঞ্চল শিশুর চপল চিত্ত তোষাভিষিক্ত করিলেন।

ইহার পর কিয়দ্দিবসান্তে অরণ্য সান্নিধ্য পল্লিবাসি জনগণের বালক সহিত ক্রীড়াকালে কোন শিশু ধ্রুবকে স্বীয় পিতার নাম জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বাক্য হীন সজল নয়নে ম্লান বদনে মাতার কাছে আসিয়া আমুল বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। তাহা শুনিয়া সুনীতি সুতকে কহিলেন। রে পুত্র! এবার যদ্যাপি কেহ তোমাকে পিতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, তবে তাহাদিগকে কহিবে, শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজাধিরাজ উত্তানপাদ মহারাজ, চক্রবর্ত্তী। শিশু তাহা শুনিয়া সত্বরে সহক্রীড়কগণ সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রকৃতচিত্তে পিতার প্রকৃত নামোচ্চারণে বিস্মৃত হইলেন না। তন্মধ্যে কেহং ধ্রুবাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়ঃ বাহুল্য প্রযুক্ত উপহাস সূচক উক্তি করিয়া কহিল! আ রাজাত ধ্রুব! যদি তব তাত, বিপুল ঐশ্বর্য্যযুক্ত উত্তানপাদ নৃপবর, তবে কেন তুই একাকিনী অনাথিনী কানন

স্থিতা দুঃখিনী রমণীর তনয় হইয়া অগণ্য অধন্য অমান্য সামান্যাকারে কালাতিপাত করিল। অন্য বালকে কহিল, ধ্রুবমাতা সামান্যামানবী নহেন, আমি জানি তিনি মিথ্যাবাক্য কহেন না, তিনি যাহা ধ্রুবকে শিখাইয়া দিয়াছেন, তাহা অবশ্যই যথার্থ হইবে। কানন অভ্যন্তরে কাল যাপনের কথা তাঁহাকে সুধাইলেই বিস্তারিত বিবরণ বিশিষ্টরূপে বিজ্ঞাত হইতে পারিবে। অন্য এক শিশু কহিল, ধ্রুব যাহা বলিল, উহার কিছুই মিথ্যা নহে। আমি আমার গর্ব্ভধারী প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি; যে ধ্রুব নৃপ নন্দন।

এইমত বালকেং বিবিধ তর্ক বিতর্ক করণানন্তর সকলেই এক মতাবলম্বি হইয়া কহিল। হে ধ্রুব! যদি তব পিতা উত্তানপাদ মহারাজ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, তবে চল না কেন আমরা সকলে তোরে সঙ্গে লইয়া সেই ভূপতি ভবন গমন করি। আমরা তোমার সমস্ত দুঃখের অবস্থা তাঁহার সম্মুখে বর্ণন করিলে তিনি অবশ্যই অনুকম্পানয়নে অবলোকন করিবেন। সেই নরেশ্বর যদি সমুচিত অনুগ্রহ না করিয়া কিঞ্চিৎ অংশ বসন ভূষণ প্রদান করেন, তাহা হইলেও যথেষ্ট লভ্য, এবং তোমার দুঃখিনী মাতা পরম পুলকিতা হইবে, সে রাজধানী এস্থল হইতে অধিক দূর নহে! আরো সে স্থানে

মাতঙ্গ তুরঙ্গ রথ রথী চর্ম্মী বর্ম্মী ধারী অপূর্ব্ব প্রাসাদ অত্যুচ্চবান, অপূর্ব্ব শুক্লবর্ণ পাষাণ বিরচিত ঘাট সংযুক্ত বিকশিত কমল কুবলয় বিবিধ বিহঙ্গ বিরাজিত মনোহর সরোবর দর্শনে অসীম আনন্দ সম্ভোগ করিব, ধ্রুব কহিল। অত্য আশ্রম হইতে অনেকক্ষণ আগমন করিয়াছি, এখন সেই স্থলে গমন করিলে অধিক বিলম্ব হইবে, তাহা হইলে মাতা আমার অদর্শনে দারুণ ব্যাকুলা হইয়া রোদন করিবেন, কল্য প্রাতে যাহা হয় পরামর্শ করিব।

এই বলিয়া ধ্রুব তথা হইতে বিদায় হইয়া জননীর নিকটে উপনীতান্তর, হৃষিতাকারে প্রফুল্লিত ভাব দর্শাইলেন। সুনীতি সন্তান ক্রোড়ে করিয়া স্তন দানে সন্তোষার্পণে নিয়োজিতা হইলেন। এতৎকালে ধ্রুব গর্ভধারিণীকে সন্তোষ পূর্ব্বক কহিলেন। হে মাতঃ! অত্য ক্রীড়াস্থলে সহ ক্রীড়ক সমবয়স্ক সমীপে পিতার মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে প্রথমে তাহারা অস্মদাদির হীনাবস্থা অবলোকনে প্রত্যয়বান হয় নাই। অবশেষে পরস্পরে বিবিধ তর্ক বিতর্কের পরতন্ত্র হইয়া কিয়দংশ প্রতীতি প্রাপ্তে আমাকে কল্য প্রাতে নৃপ ভবন গমন কারণ অনেক অনুরোধ করিয়াছে। আমিও তাহাদিগের মতানুবর্ত্তী হইবার বিষয়ে স্বীয় স্বীকার হইয়াছি।

তথায় গমন করিব না, যদি আমাকে না বলিয়া গুপ্ত-
ভাবে কোন দুষ্ট বালকের মন্ত্রণায় তথায় গমন কর,
তবে নিশ্চয় জানিও আমি তৎক্ষণেই হয় উদ্বন্ধনে,
না হয় বিষপানে, অথবা সাগরে ঝাঁপ, কিম্বা দুস্তর
পাষাণে মস্তকাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

ধ্রুব এইরূপ ত্রাস প্রদর্শক বাক্যে যথোচিত শঙ্কিতচিত্ত
হইয়া মাতৃ ক্রোড়ে কুটীর অভ্যন্তরে নিদ্রাবস্থায় রজনী
যাপন করিলেন, পর দিন প্রাতে গাত্রোত্থান করত
ক্রীড়া স্থলে বয়স্ত বালক বৃন্দ বিদ্যমানে জননীর প্রমুখাৎ
রাজধানী সম্বন্ধীয় যে যে ভয়াবহ বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত হই-
য়াছিলেন, তাহাই বলিতে লাগিলেন। তাহাতে অ-
ন্যোন্য শিশুগণ ধ্রুবকে কহিল। ওভাই ধ্রুব ও কথায়
বিশ্বাস করিও না। আমাদিগেরও গর্ভধারিণী ঐরূপ
ভূত, প্রেত, পিশাচ, দৈত্য, সিংহ, শার্দ্দূল, উল্লুক,
জম্বুক, মাতঙ্গ, ভুজঙ্গ, তুরঙ্গ, জটে বুড়ি, জটাধারী,
হাঙ্গর, মকর, কুম্ভীর, সর্প, বৃশ্চিক ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ
পূর্ব্বক অশেষ বিশেষ কাল্পনিক শঙ্কা বর্ণন করাইতেন,
এক্ষণে আর সে বাক্যে বিশ্বাস করি না, ও কথা সকলে-
রই গর্ভধারিণী গণ আপন২ স্বস্ব শিশু সন্তান সকল
নয়নাগোচর না হইবার জন্য করিয়া থাকেন, অপরে
এক বালক কহিল, আমি শত শত দিবসেও পিতার
সহিত সেই স্থানে গমন করিয়াছিলাম, কৈ আমার

কিঞ্চিন্মাত্র হানি হয় নাই, এবং আমি কিঞ্চিন্মাত্র শঙ্কার ব্যাপার দৃষ্টি করি নাই। সে স্থলে কেহ কিছুই বলে না, বরং বালক দেখিলে বিবিধ উৎকৃষ্ট আহারের দ্রব্য বিতরণ করে, তোমার মাতা যদি এবিষয়ে নিষেধ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার অগোচরে যাওয়াই ভাল, একথা তাঁহাকে জানাইবার প্রয়োজন নাই।

ধ্রুব সমবয়স্ক বালক গণের বিশেষ প্রবোধ বাক্যে মাতার অজ্ঞাতসারে জনক দর্শন কারণ গমন করিলেন, সমস্ত পন্থা অতিক্রমে ক্রমেং ধ্রুবাশিশুগণ সহিত নৃপালয় উপনীত হইয়া নৃপ সিংহাসন সদনে দণ্ডায়মান হইলেন, তন্মধ্যে এক জন বালক মৃদু মধুর স্বরে কহিলেন। হে মহারাজ! আপনকার ধ্রুব নামক পুত্র আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, একবার শুভ চক্ষে দৃষ্টি করুন, এই বাক্য শ্রবণে মহারাজ ঈষৎ নত নয়নে অপূর্ব্ব মনোহর দিব্যাকৃতি বিশিষ্ট অধিকাংশ নিজ অবয়ব সংযুক্ত ধ্রুব রূপাবলোকনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া দয়ার্দ্রচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন। কেঐ বালক আইনহ নিকটে আইস, তোমার নাম কি, কাহার পুত্র, ধ্রুব নিকটে যাইয়া করপুটে বিনয় বাক্যে কহিলেন। মহারাজ! আমার নাম ধ্রুব, জরেশুদ্ধিত মুনিঋষি মহাশয় গণ আমাকে সুনীতি সন্তান কহেন, একদিন পিতার

কারণবশত ছিলাম না, গত কল্য মাতা মুখে অবগত হইয়াছি, মহারাজ আমার পিতা।

ভূপতিও ধ্রুব অঙ্গের কুমার বাক্য পরম্পরায় অবগত হইয়া কথঞ্চিৎ পিতৃ স্নেহে দেখিতে বাসনা করিলেন, কিন্তু অতি দুঃশীলা জীবধা বাঘিনী মহিষীর তাড়নার ত্রাসে মনের কথা মনেই থাকে কিঞ্চিন্মাত্র ব্যক্ত করিতে পারেন না। অরুণ্যক্ষিত অনাদৃত সুত বিনা আহ্বানে সমীপবর্ত্তী হওয়াতে দারুণ পুত্র স্নেহে সজল নয়নে বাহু বিস্তার পূর্ব্বক কহিলেন। আইসং বৎস ক্রোড়ে আইস, এই বলিয়া বালককে ক্রোড়ে করিয়া নিজ সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া ধ্রুব বদনে ও শিরে শতং চুম্বনে অনেক আনন্দ সম্ভাষ করিয়া মনেং আপনাকে অশেষ ধিক্কার দিয়া কহিলেন। হায় আমি কি মূঢ়মতি, নির্দ্দয়াগ্রগণ্য, পরম পাষণ্ড, বিনাপরাধে সতী সাধ্বী পতিপরায়ণা সুনীতিকে অরণ্যে সমর্পণ করিয়াছি। মদীয় ঔরসজাত এরূপ সুসন্তান কিনা এতকাল পর্য্যন্ত একবার নয়নে নিরীক্ষণ করি নাই। হা পাপিয়সী সুরুচী তুই এই অত্যসঙ্গত কার্য্যের মূলীভূতা। এইরূপ অন্তঃকরণে চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে সুনীতির সন্তানের আগমন বার্ত্তা অন্তঃপুরে সুরুচীর কর্ণকুহরে প্রবেশ মাত্রেই অতীব শোকান্বিতা হইয়া ভূপ ক্রোড়ে শিশু অবলোকনে ক্রোধে অগ্নিসারাকারা ভূপ সদনে দ্রুত

পাদ নিঃক্ষেপনে প্রকাশ্য ভবনে স্বামি সদনে ধাবমানা
হইলেন অবিন্যাস কুন্তলা, সাক্রাশ চঞ্চলা, গরলময় বচনা,
ঘূর্ণিত লোচনা, ঘনং নিঃশ্বাস পবন বহনা, লজ্জাভয়
হীনা, সঘন উভয় বাহু সঞ্চালন পূর্ব্বক অসহ্য কর্কশ
স্বরে ভয়ানকাকারে উত্তানপাদ নৃপবরে ডাকিয়া
কহিলেন। হে মহারাজ! তুমি কাহার তনয় ক্রোড়ে
করিয়াছ। ও মূঢ়মতি ও জ্ঞান হীন, অদ্য যে ঘোর নরক
গমন কারণ তদীয় সূত্র ধারণ করা হইয়াছে, ও অবিবে-
চক ভ্রান্ত কান্ত! তুমি কি একেবারেই বিচার শক্তি বিভ্রম
পথে প্রেরণ করিয়াছ, যে সুনীতিকে অদ্য দ্বাদশ বৎসর
অধিককাল আগে প্রেরণ করিয়াছ, বল দেখি তবে
এই সন্তান কাহার ঔরসে উৎপন্ন হইল। রাজা ইহা
শ্রবণে মনেং মৃগয়া করিতে যাওনের দিবস আর ধ্রুবের
অবয়বানুসারে বয়স বিচারে কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় প্রাপ্ত
হইলেন না, কিন্তু মুখরা মহিষীর নিকট ত্রাসে বাক্য
করিতে পারেন না, সকম্প শঙ্কিত হইয়া ধ্রুবকে কহি-
লেন। হে বৎস, তুমি শীঘ্র তোমার অরণ্যাশ্রয়া গর্ভধা-
রিণী সমীপে গমন কর, এখানে আর ক্ষণকালও বিলম্ব
করিও না। ধ্রুবের সাধ্য কি, যে অনায়াসে সেই প্রবলা
দুঃশীলা বাঘিনী স্বরূপিনী রাণীর দুর্ব্বাক্য শ্রবণ না
করিয়াই পলায়ন করিবেন। ক্রমে উত্তানপাদ মহিলা
মহীপালের নিকটে যাইয়া সংঘটিত দুর্ব্বাক্য কথনান্তর

শঙ্কা প্রকাশক শব্দ প্রয়োগ করিলেন। হে কান্ত জ্ঞান রহিত পশু রাজ! ঐ সন্তান যদি পুনর্ব্বার তোমার নিকট আসিতে দৃষ্টি করি তাহা হইলে তোমার রাজ্য খণ্ড মৎকর্ত্তৃক লণ্ড ভণ্ড হইবে।

তখন ধ্রুব প্রতি ঈর্ষানলে দহ্যমানা হইয়া অসহ্য কাক কণ্ঠস্বরে বিষম বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, ওরে ভবন বর্জ্জিতা অরণ্যস্থিতা কলঙ্কিণী দ্বিচারিণী সুনীতি সন্তান! তোর মাতা প্রায় দ্বাদশ বৎসরাধিক নৃপ ত্যক্তা হইয়াছে। তুই পঞ্চম বৎসরের শিশু রাজার ঔরসজাত কি প্রকারে অনুভব করিয়াছিস, ওরে ত্রপা বিহীন, ত্বরায় দূর হও। তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলে সংমার্জ্জনি প্রহারে মস্তক চূর্ণ করিব, সেই লজ্জাহীনা সুনীতি সর্ব্ব-নাশিনী চক্ষুহীনা কোন মুখে স্বামি সন্নিধানে সুত প্রেরণ করিয়াছে? আহার গর্ব্বে জন্মাইয়া রাজ্য পাইবার প্রত্যাশা কদাচ করিও না, তবে যদি রাজ সিংহাসনে বসিতে বাসনা করিস, তবে উপায় বলি শোন। এই অপকৃষ্ট দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার গর্ব্বে জন্মাইলেই অবশ্য আশা সফল হইবে। তোর ঐ শরীর যদি আমার গর্ব্ব জাত হইত তাহা হইলে আমার উত্তম নামক পুত্র কনিষ্ঠ হইত, তুই জ্যেষ্ঠ হইতিস্। যাহা হউক, তুই এখন বাটীর বাহির হ, বাহির হ। রাজা দুঃখীমা মহীষির ত্রাসে কিছুই বলিতে না পারিয়া কেবল এইমাত্র কহিলেন,

ওরে বৎস ধ্রুব! আমি কহিতেছি তুমি সত্য মদীয় সুত। ও সমস্ত সপত্নী স্বভাবে কহিতেছে। ইহাতে তুমি ম্লান হইও না।

ধ্রুব দুঃশীলা রাণীর দুর্ব্বাক্য রূপ প্রখর তর শর প্রহারে জর্জ্জরিতাঙ্গ হইয়া নয়নে দরং ধারা প্রবহন পূর্ব্বক সঙ্গিগণের সঙ্গ সাহায্য প্রত্যাশা না করিয়া দ্রুত গমনে রোদন করিতেং কাননে মাতার কাছে উপনীত হইলেন। সেই সময়ে সুনীতি অধিক ক্ষণ সুতের অদর্শন জন্য ইতস্তত অন্বেষণ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ ধ্রুবের রোদন ধ্বনি শ্রবণ মাত্রেই দ্রুত গমনে ধাবমানা হইয়া, কেন, কেন, শব্দে সম্ভাষ পূর্ব্বক ক্রোড়ে করিলেন। ধ্রুব চিত্তস্থ দারুণ অভিমান শীঘ্র ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। মাতাকে বলিবার জন্য একটি কথা উচ্চারণ না হইতে হইতেই আবার ফুপায়েং কান্দিয়া উঠিতে লাগিলেন। সুনীতি সন্তানের রোদনে বিষম ব্যাকুলান্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করিলেন। কেনং কেনরে ধ্রুব কি কারণে রোদন করিস্! কাননস্থিতা একাকিনী অনাথিনী অসহায়িনী সুত জ্ঞানে কেহ কি অবজ্ঞা করিয়াছে। কি কেহ দুর্ব্বাক্য বলিয়াছে? কি কেহ প্রহার করিয়াছে? অথবা কোথায় পতিত হয়ে বপু মধ্যে বিষম বেদনা বোধ হইয়াছে? কিম্বা কোন দুঃসহ যাতনা বুক্ত পীড়া উপস্থিত হইল!

ও ধ্রুব! শীঘ্র করিয়া বল, তোর রোদন দেখে আমি আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি না।

তখন ধ্রুব ঈষৎ ক্রন্দন সম্বরণ পূর্ব্বক জননী সমীপে আদ্যন্ত সমস্ত ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, মাতা তুমি যাহা২ অনুভবে কহিতেছ, তাহা নহে। তুমি যে ভূপতি ভবন গমন কারণ বারণ করিয়াছিলে। আমি তাহা সঙ্গিদের প্রবোধানুসারে শিশু শঙ্কা প্রকাশার্থে কাল্পনিক শব্দ অনুভব করত অগ্র সেই স্থলেই গমন করিয়াছিলাম। তত্র উপনীত মাত্র মদীয় পরিচ প্রাপ্তান্তর নরেশ্বর বহুতর প্রযত্ন পুরঃসর আমাকে ক্রোড়ে করিয়া বিপুল সাদর সম্ভাষে সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, ইত্যবসরে কর্কশ কণ্ঠা করালাকারা সেই ভূপাল মহিষী রাক্ষসী সদৃশা অন্তঃপুর হইতে দ্রুত আসিয়া আমাকে সিংহাসনে অবলোকনে অগ্রে রাজাকে যথোচিত কটু বাক্য কহিল। পশ্চাৎ আমাকে অবক্তব্য দুর্ব্বাক্য এইরূপ বলিল। ওরে লজ্জাহীন নৃপ বর্জ্জিতা স্বৈচারিণী সুনীতি তনয় তুই পুনর্ব্বার এস্থলে আইলে সম্মার্জ্জনী প্রহারে তোর মস্তক চূর্ণ করিব, কদাচ এখানে আসিস্ না। যদি রাজ আসনে উপবেশনে অভিলাষ থাকে, তবে সেই অভাগ্যবতী পাপিয়সীর গর্ব্ভজাত কলেবর পরিবর্জ্জন পুরঃসর মম সুখ সৌভাগ্য বিশিষ্টা মহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিস্, তাহাতে মহীপাল প্রবলা মুখরা বনিতার

তাড়নায় ত্রাসান্বিত হইয়া আমাকে শীঘ্র ক্রোড় হইতে নামাইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, রে বৎস ধ্রুব! তুমি ত্বরায় তোমার অরণ্যস্থিতা সুনীতি জননীর সমীপে পলায়ন কর, অবশেষে আমার প্রত্যাগমন কালে আরও কহিলেন, ঐ দুঃশীলা প্রবলা মুখরা মহিষী কেবল সপত্নীর অনিষ্ট সাধন সাভিপ্রায় স্বভাব বশত তোমাকে যে দুর্ব্বাক্য কহিল উহাতে দুঃখিত হইও না।

অতএব মাতা আমি এক্ষণে সেই নৃপালয় হইতে দুঃশীলার বাক্যরূপ অমোঘ প্রখর শর প্রহারে বিদীর্ণচিত্ত হইয়া আসিতেছি। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সুনীতি মনেং বিধাতাকে স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা বিধাতঃ! তুমি আমার ললাট লিপিতে ভূমণ্ডলে যত পরিমাণে যাতনা আছে সমস্ত লিখিয়াছ! এই অজ্ঞান শিশুর এতাদৃশ অপমান শ্রবণে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, বাহ্যে বালককে প্রবোধ বাক্যে বুঝাইলেন। ওরে বাছা ধ্রুব, ইহার নিমিত্তে তুমি আর রোদন করিও না। সে দুঃশীলা রাক্ষসী আমার সপত্নী, রাজ্য ভোগ ব্যারিণী, দারুণ অহিত কারিণী, পাপিনী, সাপিনী তোমায় যে বিনাশ করে নাই, এই যথেষ্ট লাভ, বিপক্ষপক্ষে কেহ কখন কাহাকেও কটূক্তি ব্যতীত তাব জনক স্তুতি করে না। শত্রুর মুখে দুর্ব্বাক্য শুনিয়া রোদন বা অভিমান করিতে নাই। আমি

ইহার নিমিত্তে তোরে ভূয়োভূয়ঃ বারণ করিয়াছিলাম, এবং ইহাও বলিয়া ছিলাম! যে সেই রাজ বাটীতে সাপিনী আছে।

ধ্রুব কহিল জননী হলাহল বিশিষ্টা সাপিনী সকল সে শাপিনীর নিকট অতি সামান্য, কেন না সামান্য সর্প দংশনে প্রাণীগণে অত্যল্পক্ষণ বিষ যাতনা ভোগান্তে লোকান্তর গমন করে, এসাপিনীর দংশনে যাবজ্জীবন অসীম যাতনা ভোগ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। এই মত মাতা পুত্রে সমস্ত দিবস অনেকানেক কথোপকথন হইতে লাগিল, শেষে ধ্রুব মাতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; হে মাতঃ! আমরা যে এই অরণ্য মধ্যে দীন হীন সম যৎপরোনাস্তি দুঃসহ ক্লেশকর যাতনা ভোগ করি, ইহলোকে কি এতাদৃশ কোন ব্যক্তি নাই যে তাহার চরণ ধারণ করিলে শীঘ্র আমাদিগের অন্তঃকরণের অসহ্য যাতনা দূর করিয়া সৌভাগ্য প্রদান করেন।

ইহাতে সুনীতি কহিলেন আমাদিগের এ দুরদৃষ্ট দূর করিতে শ্রীপদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ ভিন্ন ত্রিলোকে আর কেহই নাই। এই শব্দ ধ্রুবের শ্রুতি কুহরে প্রবেশ মাত্রেই তাহার প্রেমরূপ হৃদয়স্থিত পঙ্কজ যেন প্রবাহ বিশিষ্ট সুধাময় আনন্দ সাগরে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

ঐ বাক্য দৃঢ় জ্ঞানে জননীকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। হে মাতঃ, সেই শ্রীপদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ কোথায় বাস করেন? তাহার সহিত আমাদিগের কি সম্পর্ক আছে? তিনি যদি এই দুঃসহ দুঃখ দূর করিতে পারেন, তবে আমি তাহার চরণ ধরিয়া এই কুটীরে আনয়ন পুর্ব্বক এই সমস্ত দারুণ যাতনা যুক্ত দুঃখ, বাক্যে বর্ণন করিব, তবে আমাদিগের এদুঃখ দৃষ্টি করিলেই অবশ্যই দুঃখাবসান করিবেন।

সুনীতি বলিলেন শ্রীপদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ সর্ব্ব ব্যাপী, সর্ব্ব সংসারস্থিত প্রাণী মাত্রেরই পিতা, একারণ তাঁহার আর এক নাম লোকে জগৎপিতা কহে। ধ্রুব কহিল, হে মাতঃ, এই কথায় যে মনে এক বিষম সন্দেহ উপস্থিত হয়, উত্তানপাদ মহারাজার দুই বনিতার দুই পুত্র, একজন উত্তম নামক সুরুচী সন্তান, অন্য জন তোমার গর্ব্ব জাত আমি, মহারাজ দুই জনের পিতা হইয়া একের প্রতি সানুকুল, অন্যের প্রতি প্রতিকুলাচরণে কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখে দুঃখিত হইলেন না। শ্রীপদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ জগৎপিতা হইয়া আমাদিগের দুর্গতি দূর করিবেন, ইহা যে মনে লয় হয় না। সুনীতি কহিলেন, তিনি পরম পক্ষপাত বিহীন, অনাথের নাথ, দুর্ব্বলের বল, পরম দয়াময়, ত্রিলোক সাধ্যাতীত বিচারে সূক্ষ্ম বিচারপতি, ধ্রুব কহিলেন, যদিও তিনি

সর্ব্বব্যাপী, তথাচ আমি তাঁহার এক নিৰ্দ্ধারিত স্থান অবগাভিলাষী, যে স্থল হইতে লোকে অভিযোগ করিবা মাত্রেই অনায়াসে তাহার শ্রবণ গোচর হইতে পারে। সুনীতি বারম্বার বালকের ব্যগ্রান্তঃকরণে শ্রীপদ্ম পলাশলোচন কৃষ্ণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসায় মনেং বিবেচনা করিলেন। এই হীন বুদ্ধি শিশুমতি জগদীশ্বর যে কি পদার্থ তাহা বুঝাইলেও বুঝিবে না। শ্রীপদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণকে সামান্য মানব ভাবিয়া যদি তাঁহার অন্বেষণ জন্য ইতস্ততঃ গমন করে, তাহা হইলে বিপথে গমন করিয়া জীবন হারাইতে পারে, অতএব আমার এক্ষণে উহাকে যথোচিত ভয় প্রদর্শন করান উচিত। এইরূপ অন্তঃকরণে অশেষ বিতর্ক করিয়া কহিলেন, সেই শ্রীপদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ দুর্গম নির্জ্জন নিবীড় গহন অভ্যন্তরে সতত বসতি করেন, তাঁহার বাস স্থান চতুষ্পার্শ্বে সিংহ শার্দ্দূল মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, কুরঙ্গ, শাখা-মৃগ, উল্লুক, ভল্লুক, বিবিধ বিষধর প্রেত, পিশাচ, শাখিনী, ডাকিনী, যোগিনী দৈত্য প্রভৃতি পরিবেষ্টিত আছে। তথায় মনুষ্যের গমন সাধ্য কোন ক্রমে নাই। বৈষ্ণবরাজ চূড়ামণি ধ্রুবের চিত্ত ক্ষেত্রে বিষ্ণু ভক্তির অঙ্কুর উদিত হইয়াছে! তবে মাতার মুখে এতাদৃশ ত্রাস জনক বাক্যে ধ্রুব শিশু কিঞ্চিন্মাত্র শঙ্কুচিত হইলেন না। একান্ত মনে মাতার কথা দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া

দণ্ড, নারদ কহিলেন ওরে অজ্ঞান বালক কেবল যোগী ঋষি জনে গলিত পত্র ভক্ষণে যুগ যুগান্তর আরাধনা করত শরীর পতন পূর্ব্বক যাঁহাকে পায় না। তুই কি রূপে সেথক অনায়াসে লাভ করিবি।

ধ্রুব কহিলেন, হে প্রভো। আপনি আমাকে অন্য পদ্মপলাশ লোচন পাইবার একান্তিক পন্থা প্রদর্শন করাইবেন না, আমি এখন কি প্রকারে শীঘ্র সেই ধন পাই তাহার উপায় বলুন, দেবর্ষি কহিলেন নিতান্ত ব্যগ্রতা দেখিলে উপায় বলব কালিন্দী নদীর বর্ত্তিনী যমুনা নামক নদীতে স্নান করিতে আদেশ করিলেন। অজ্ঞান বালক কি প্রকারে অবগাহন স্নান করিতে হয় কিছুই অবগত নহে, এ কারণে নারদ স্বয়ং অঞ্জলিতে জল গ্রহণ করত স্নান দ্বারা শুচি করাইয়া নগ্নাভাবে নিজ কৌপীন ছিন্ন খণ্ড খণ্ড পূর্ব্বক পরাইয়া কৃষ্ণনাম মহা মন্ত্র প্রদান করিলেন।

নারদ যখন ধ্রুবকে বৈষ্ণবকে যমুনার মৃত্তিকা দ্বারা যে অলকা তিলকা দিয়া ও কপীন পরাইয়া সাজাইয়া দিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে পরম পুলকিত হইয়া কহিলেন। ধন্য রে সুনীতি সতী, তুই অদ্বিতীয় বৈষ্ণবরাজ চূড়ামণি প্রসব করিয়াছিস, যে রাজা তোরে অযত্ন করিয়াছে, সেই এক্ষণে বৈষ্ণব দ্বারা তাহার পূর্ব্ব পুরুষগণ উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছে, যে বংশে এক জন প্রকৃত

বলিয়া তথা গমন করিলেন। ধ্রুব মহাশয় উপায় চিন্তে যোগে উপবেশন করিলেন।

এস্থলে কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে সুপ্তোত্থিতা সুনীতি শিশু সন্তান সমীপে অনুপস্থিত দেখিয়া বিষম ব্যাকু-লাকারে বসনহীনা গাভী সদৃশা শিরস্তাকে কুটীর বহির্ভাগে বহির্গতা হইয়া দশদিক্ শূন্যাবলোকনে সজল নয়নে বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে শিশু সন্তান ধ্রুবকে প্রতি-ক্ষণে আহ্বান, ও মানসীক যাতনা বাক্যে ব্যক্ত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ওরে অসহায়িনী দুঃখিনী সুনী-তির মাত্র ধ্রুব ধন। এই গভীর রজনীতে কোথায় গমন করিয়াছিস্, তোকে নিকটে না দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, শীঘ্র দেখা দিয়া জননীর হৃদয়স্থ প্রজ্বলিত পাবক রাশীতে বারি প্রদান কর, যদি কোন অপরাধ বালকের দুর্বাক্য বচন শ্রবণ দৃষ্টে পরিধান অবমানীয় অভিমান হইয়া লুক্কায়িত থাক, তাহা এই দুঃখিনী মাতার প্রতি করা সম্ভব হয় না, আমার সে সাধ্য নাই যে অভিমান করিলেই অর্পণ করিতে পারিব, ওরে দুঃখিনীর অকূল সমুদ্রের তুই মাত্র তরী, কি জন্য অদ্য-জলস্পর্শ মাত্র হইনি, তুই ভিন্ন আমার আর অন্যাধা-রের পন্থা নাই, অদ্য সমস্ত দিন তুই জলপান এবং ফল মূলাদি কিছুই ভক্ষণ করিস নাই, তাহাতেই ক্ষুধাতুর হইয়া মাতার প্রতি কি অভিমান করিয়াছিস! যেন

ক্লেশকর তপস্যা বলে ইন্দ্রত্ব পদ বাঞ্ছিত হওয়া অসম্ভ-
বনা বিবেচনা হয় না। এক্ষণে আইস আমরা সকলে
তাঁহার তপে বিঘ্ন জন্মাইবার উদ্যোগ দেখি, এই মন্ত্রণা
অবধারিত করত সকল দেবেই ক্রমে যোগে হানি
জন্মাইবার জন্য অশেষ বিশেষ রূপে উপায়ান্বেষণ করি-
লেন। কিন্তু কাহার আশা পূর্ণ হইল না, অবশেষে সুর-
পতি তিলোত্তমা নামধেয়া স্বর্গ বেশ্যাকে আহ্বান করিয়া
ধ্রুবের যোগে বিশিষ্ট বিঘ্ন জন্মাইতে আদেশ করিলেন,
তিলোত্তমা, দেবরাজের আজ্ঞা শিরঃ ধার্য্য পূর্ব্বক তাহার
অভীষ্ট সাধনার্থে মর্ত্ত্যলোকে ধ্রুব সন্নিধানে যাইয়া যোগে
বিঘ্ন জন্মাইবার জন্য যুবক জনের মনোহরণ রূপ ধারণ
করিলেন, অপরূপ সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কুন্তল ভুজঙ্গিনী বিনী
বেণী বিনাইয়া যৌবন মোহিত কর মনোহর গন্ধ দ্রব্য
সংলগ্নে কবরী বন্ধন করিলেন, ও তাহাতে সূক্ষ্ম স্বর্ণ
সূত্রে ক্ষুদ্র বকুল ফল সদৃশ স্বর্ণ খণ্ড পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত
দোলায়মান করিলেন। উজ্জ্বল কজ্জলাক্ত বক্রাকারে
সুচ্ছন্দ যুগ্ম ভ্রূ অসংখ্যা কন্দর্প শর পূরিত নেত্র যত্রবারি
বহ্নি, বিষ, সুধা, একত্রীভূত থাকিয়া পরস্পর বৈরিভা-
বাভাবে যুগপৎ বীর্য্য কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, সুগঠন
দৃষ্টি শুকনাশা নাসা সুধাংশুবদন মুখমণ্ডলে নিয়ত
শোভিত, কম্বুজ গ্রীবা সুদৃঢ় বক্ষঃ স্থলে দাড়িম্ব সুমবাকু
কুচ ছিত্র [illegible] ক্ষীণ কোটি [illegible] নিতম্ব [illegible]

কোমল সুছন্দ সুস্বর গজেন্দ্র গমনে মধ্যে২ ঊর্দ্ধে অঞ্চলে চক্ষু যুগল আচ্ছাদিত বদন বিগলিত করিতে প্রবর্ত্তমানা হইলেন, মধুময় উদগত গুণযুক্ত ধীরে ধীরে সুরস সুধাময় বাক্য বিচিত্র বাস পরিধানা, আপদ মস্তক পর্য্যন্ত ভূষণে ভূষিতা হইয়া হাব, ভাব, লাবণ্য কটাক্ষ বাণে ধ্রুব প্রতি লক্ষ করত থমকে২ অচল চিত্ত চমকে ঝমর২ শব্দে মর্ত্ত্যলোকে মধুবনে উপনীতা হইলেন, যথা সাধ্য নিজ পরাক্রম প্রকাশ পুরঃসরভাবে ক্রমে পঞ্চম বর্ষীয় শিশু যোগীর নিকটে যাইয়া তাহার অন্তর অব অবলোকনে নৈরাশে ম্লানমূর্ত্তি হইয়া কহিলেন, হে দেবগণ, তোমাদিগের যে এতাদৃশ মতি ভ্রষ্ট হইয়াছে, আমি এতদিন ইহা অবগত ছিলাম না, এ পঞ্চম বর্ষীয় বালক আমার মহিমা কি বুঝিতে পারিবে, যাহার মস্তক নাই তাহার শিরঃ পীড়ার শঙ্কা কি! অন্ধের [illegible] কি দর্পণে বদন বীক্ষণ করিতে পারে! যে ব্যক্তির হস্ত নাই সে কি প্রকারে অনামিকা অঙ্গুলিতে অঙ্গুরি ধারণ করিবে। অতএব সকলে নিজ চক্ষে ইহাকে দেখিয়া গিয়া আমাকে কি বিবেচনায় ইহার স্থানে পাঠাইলেন, এই বলিয়া তিলোত্তমা সুরপুরে প্রত্যাগমন করত প্রথা-চিত ইন্দ্র দেবকে তিরস্কার করিলেন।

তখন দেববর্গ বালকের তপে কোন ক্রমেই বিঘ্ন জন্মাইতে না পারিয়া অনুকম্পায় চিন্তা [illegible] জন্য

গোলকধামে পুণ্ডরীকাক্ষ জনার্দ্দন ভবনে অভিযোগ করিবার গমন করিলেন, তৎকালে সেই স্থলে বিষ্ণু বিনা লক্ষ্মী একাকিনী কমলাসনে বিরাজমানা থাকিয়া সুরগণে সাদরে সম্ভাষ করিলেন। ও মানভাবে একমাত্র আগমন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবতারা উপস্থিত বিপদ বিবরণ বিজ্ঞাপিত করাতে দেবী কহিলেন। কত্রা অদ্য কয়েক দিবস হইল এই বৈকুণ্ঠপুরীর উদ্দেশে আহার নিদ্রা পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক যেমন ব্যাগ্রচিত্তে কি এক সত্বর সাধনের প্রকাণ্ড কার্য্যে নিযোজিত আছেন, তাহা বলিতে পারি না, আলয়ে আসিয়া সময়ে স্নান, সময়ে ভোজন, সময়ে নিদ্রা যাইতে পারেন না, এই মাত্র দেখিতে পাই, দেবগণ দারুণ ব্যাকুলভাবে দেবীর আজ্ঞানুসারে সেই উদ্দেশেই সত্বরে বিষ্ণুর নিকটে গমন করিলেন।

তত্র সবে উপনীত হইয়া কমলাপতির দর্শন পাইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক অগ্রে ইন্দ্রদেব করপুটে কহিলেন, প্রভো, আমি দেবরাজ আপনকার নিকটে কোন অভিযোগ জন্য আসিয়াছি, তখন বিষ্ণু বিশ্বকর্ম্মাকে লইয়া এক অদ্ভুত প্রকাণ্ড পুরী নির্ম্মাণে এত ব্যস্ত যে তান জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় উপস্থিত হইলেও তাহাতে মনোযোগ হইতে ছিল না, কখন সৌধশেখর লন, কখন সৌধ নিম্নে স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন;

সুমধুর সম্ভাষে সর্ব্ব কর্ত্তা নিজ ভর্ত্তাকে এপ্রকার ব্যাকুলের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, বিষ্ণু বলিলেন, মর্ত্ত লোকস্থ উত্তানপাদ মহারাজার সুনীতি নামধেয়া ত্যক্তা বনিতা অরণ্যস্থিতার ধ্রুব নামক পঞ্চম বর্ষীয় বালক দুর্গম কাননে আমাকে কঠোর তপস্যায় আরাধনা করিতেছে, আমি তাহারতপোপযুক্ত অন্য কোন পদ বা সম্পদ সামান্য বিবেচনা করিয়া গোলোকোপরি ধ্রুবলোক নির্ম্মাণ করিতেছি, এই সমস্ত দেবতাগণ ধ্রুবের তপ প্রভাবলোকনে দারুণ শঙ্কাযুক্ত হইয়া মৎসন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক স্বীয়২ পদ সংরক্ষণের অভিযোগ করিতেছেন, পাছে আমি ইহাদিগের কাহার পদ ধ্রুবকে প্রদান করি, কিন্তু ধ্রুবের অতুল তপের তুল্য ইন্য পুরস্কার ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, আমার গোলক পুরীও যোগ্য নহে, দেবী কহিলেন, বালক ধ্রুব মাতার ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম নির্জ্জন কান্তার মধ্যে কত দিন আসিয়াছে? বিষ্ণু বলিলেন, পঞ্চমাস প্রায় গত হইল তাহাতে কমলা অধীরা হইয়া পতিপ্রতি কহিতে লাগিলেন, হে স্বামিন, তোমার চিত্ত কি পাষাণাপেক্ষাও কঠিন, আহা মরি! কাননস্থিতা একাকিনী অসহায়িনী দুঃখিনী সুনীতির মাত্র এক সন্তান অদর্শনে কতই রোদন করিতেছে, সে শিশু আশু প্রতিকার ব্যতীত জীবিত থাকিবার সম্ভব নহে, তোমার চিত্তমধ্যে দয়ার লেশ মাত্র নাই, কিয়ৎ

পরিমাণেও থাকিলেও অদ্যদিন তাঁহার অভীষ্ট ব্রহ্মত্বে অবহেলা করিতে না, তুমি তাহার দুঃখাবসান কর বা না কর, আমি এই দণ্ডেই বৈকুণ্ঠে না থাকিয়া মর্ত্ত্যলোকে ধ্রুব সমীপে যাইব, এবং তাহার গর্ভধারিণীরমত ক্রোড়ে করিয়া কঠোর তপঃক্লেশ জন্য শুষ্ককণ্ঠা স্তন দানে স্নিগ্ধ করিব, বিষ্ণু বলিলেন, হে প্রীয়ে, আর উতলা হইবার প্রয়োজন নাই অদ্য ধ্রুবলোক নির্ম্মাণ হইয়াছে, কল্য প্রাতে ধ্রুবকে বর দিবার নিমিত্ত গমন করিব, দেবগণ ইহা শুনিয়া স্বীয়২ পদ বিলোপ আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইয়া নিজ২ আলয়ে আগমন করিলেন।

হরি হরিপ্রিয়া সহিত সুখে রজনী যাপন করিয়া পর দিবস প্রাতে ধ্রুবের দীক্ষাকর্ত্তা নারদকে আহ্বান করিলেন, পরিশেষে বিষ্ণু, কমলা, নারদ, এই তিন জনে মধুবনে ধ্রুব স্থানে গমন করিয়া বারম্বার ধ্রুব বর গ্রহণ কর এই শব্দে আহ্বান করিতে লাগিলেন, যৎকালে ধ্রুব হরি পদাম্বুজে চিত্তার্পনে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পূর্ব্ববৎ মৌনাবলম্বনেই রহিলেন, গোলোকপতি অর্ভক ভক্তের উত্তর অপ্রাপ্তে কাল্পনিক বাক্য বিন্যাস পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ধ্রুব যদি এত অধিক আহ্বানে উত্তর না দিল, তবে আমি প্রত্যাগমন করি, তাহাতে নারদ অশেষ বিশেষ উদ্যোগে ধ্যানস্থ শিশুর ধ্যান ভঙ্গ করিতে না পারিয়া ধ্রুবারাধ্য ধনকে সম্বোধনে কহিলেন,

হে প্রভো, আপনি উহার হৃদয় অভ্যন্তরস্থিত ধ্যানবরূপ হরণ করুণ, তাহা হইলেই শিশুমতি অন্তঃকরণে ইষ্টদেব রূপ বীক্ষণ বিনা ঘৃণিত তৃপ্তি করিবে।

কমলাপতি নারদের মন্ত্রণানুবর্ত্তী হইবামাত্রেই ধ্রুবারাদ্ধধনে অদর্শনে অতি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া কহিলেন। কে রে, আমার চিত্ত স্থিত পরম পুলকপ্রদ শ্যামল ত্রিভঙ্গ অঙ্গ সুধাধিক সম্পত্তি হরণ করিলি, দীন হীন। অসহায় একাকি বালকের ধনাপহরণে কি কিঞ্চিন্মাত্র দয়া জন্মাইল না! এই বলিয়া ভক্তাগ্রগণ্য বালক ত্রিলোকারাধনার ধনান্বেষণে বাহ্যে চক্ষুঃ উন্মিলন করিবা মাত্রেই সম্মুখে দীক্ষা কর্ত্তা নারদ, আরাধ্যধন বিষ্ণু স্বীয় শক্তি সহিত দণ্ডায়মান দেখিলেন, তৎপরে ধ্রুব ষষ্ঠাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক করপুটে বর্ণনাতীত স্তব করিতে লাগিলেন, ভক্তবৎসল বিষ্ণু বাৎসল্যবাক্যে ধ্রুবকে বলিলেন, রে ধ্রুব, তোর বিষম কঠোরতর তপে আমি পরিতুষ্ট হইয়া বর প্রদানার্থে আগমন করিয়াছি, কহ কি অভিলাষে আরাধনা করিতেছ, ধ্রুব কহিলেন, আমরা মাতা পুত্রে ইহলোকে অন্তঃকরণে অসীম ক্লেশকর যাতনা সহিতে না পারিয়া আপনাকে কায়মনঃ বাক্য ঐক্য পূর্ব্বক আরাধনা করিতেছি, কৃপাদৃষ্টে দীনের দুর্গতি দূর করিয়া পরিণামে স্বচ্ছন্দ প্রদানে পরিতৃপ্ত করুণ। এই বাক্য শ্রবণানন্তর বিষ্ণু তথাস্তু শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক

বলিলেন, রে ধ্রুব,তোর অলোক তপ মহিমায় আমি অদ্য পঞ্চমাস দারুণ ব্যাকুল চিত্তে গোলোকোপরি ধ্রুব লোক নির্ম্মাণ করিয়াছি, এবং অদ্য কয়েক মাস আমি অনুক্ষণ তোর রক্ষক হইয়া এই অরণ্যে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তু হইতে সংরক্ষণ করিতেছি, যাওহ বৎস গৃহে যাও তুমি রাজ্যেশ্বর হইয়া ইহলোকে সুখ ভোগ করত অন্তে ধ্রুবলোকে পরম সুখ ভোগ করিও, ধ্রুব কহিলেন, হে প্রভো, আমি পদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণকে কুটিরে লইয়া যাইয়া দুঃখিনী মাতাকে দৃষ্ট করাইব প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি, সেই প্রতিজ্ঞা প্রতি পালন জন্য আপনাকে আমার মাতার নিকট কুটীরে গমন করিতে হইবে, বিষ্ণু বলিলেন, তাহা কি প্রকারে হইতে পারে, তুমি তপস্যা করিলে, তোমাকেই দর্শন দিলাম, তোমার মাতা তপস্যা ভিন্ন দর্শন দিতে পারি না, ধ্রুব কহিলেন আমার দুঃখিনী মাতা আপনাকে পরম দয়ালু পরম পক্ষপাত বিহীন বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন এক্ষণে আপনারভাবে সে ভাব ভাবান্তর বোধ হয়, যে হেতু সামান্য দয়া সামান্য বিচার শক্তি বিশিষ্ট জনেও আমার মাতার দুঃখ দূর করিতে যত্নবান্ হয়েন, আপনি পরম দয়ালু পরম পক্ষপাত বিহীন হইয়া কি প্রকারে নিষ্ঠুর চিত্তে দুঃখিনীকে দর্শন দিবেন না কহিলেন, বিষ্ণু ইহা শুনিয়া আর দর্শন দিব না শব্দ উচ্চারণ করিতে না পারিয়া ভ

ভাল " তাহাই হইবে,, " কহিলেন. তুমি তোমার মাতার নিকটে উচ্চৈঃস্বরে যে সময় আহ্বান করিবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিব, কমলা কহিলেন, রে বৎস ধ্রুব, আমি তোর মাতার এবং তোর দুঃখ শুনিবামাত্রেই যে পরিমাণে অসুখী হইয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না. এক্ষণে শীঘ্র দুঃখিনী নিকটে যাও, তাহার তনয় অদর্শন জন্য দহ্যমানা হৃদয়কে শীতল বারিদানে স্নিগ্ধ কর, নারদ কহিলেন, বৎস ধ্রুব আমি তোমাকে শিষ্য করিয়া ধন্য হইলাম, এক্ষণ হইতে সর্ব্ব লোকে সর্ব্বকালে কহিবে, সিদ্ধ মহাত্মা ধ্রুব নারদের শিষ্য ইহাপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় আর কি আছে, এক্ষণে দুঃখিনী সুনীতির সমীপে যাইয়া শীঘ্র তাহাকে দর্শন দেও, এবং তাহার তাপিত হৃদয়কে শীতল করিতে তিলার্দ্ধও বিলম্ব করিও না, আপাততঃ আমরা সকলে বিদায় হই, ধ্রুব অভীষ্ট সিদ্ধের বর লব্ধান্তে অতি হৃষ্টান্তঃকরণে প্রেমাশ্রু পূর্ণ নয়নে পুনঃপ্রণিপাত পূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিনয় বাক্যে প্রার্থনা করিলেন, তাঁহারা সকলে তাকাকে বিদায় দিয়া স্বং স্থানে গমন করিলেন। ধ্রুব বালক তপ প্রভায় তপন প্রভা তুল্য বপু বিশিষ্ট হইয়া হৃষ্টচিত্তে ইষ্ট সাধনান্তে ব্যগ্রান্তঃকরণে জননী দর্শন জন্য বন উপবন অতিক্রম করিয়া ক্রমেং সুনীতির কুটীর নিকটে প্রত্যাগমন করিলেন।

এস্থলে কানন অভ্যন্তরস্থিত কুটীরে সুনীতি পুত্র অদর্শন জন্য অনিবার রোদনে দৃষ্টি হীনা শীর্ণা জীর্ণা হইয়া সেই সময়ে এই বলিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, হা! দুঃখিনীর পুত্র ধ্রুব তুই কোথায় রহিয়াছিস্, আমাকে এভূমণ্ডলে আর কেহ মাতা বলিবার জন নাই, তুই যে গর্ব্ভধারিণীকে শোকানলে দগ্ধ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলি, এইরূপে অনেক আক্ষেপ করিতেছিলেন, এমতকালে কাননস্থিত জনগণ ধ্রুবকে দেখিয়া অগ্রে সুনীতিকে এই শুভ সম্বাদ বলিল, ও সাধ্বী সুনীতি, তুমি আর সন্তানের শোকে ধরাশনে শয়ন করিয়া অনিবার রোদন করিও না, গাত্রোত্থান করহ, অদ্য তোমার দুর্দ্দিন ঘুচিয়া সুদিন উপস্থিত হইল, ধ্রুব তপস্যায় কৃতকার্য্য হইয়া তোমার নিকট আগমন করিতেছে, এই বাক্য শ্রবণে সুনীতি মৃত দেহে পুনঃ প্রাণ প্রাপ্তে আনন্দে মগ্ন হইয়া কহিলেন, কৈ, কৈ, কৈ, কোথায় ধ্রুব আসিতেছে সে কি আমর জীবিত আছে? আমি বিবেচনা করিয়া ছিলাম, হিংস্রক প্রাণিকুলে তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছে দুঃখিনীর সন্তান দেখিয়া তাহারাও দয়া করিয়াছে প্রতিবাসীগণ আমাকে এই শুভ সংবাদ দিয়া অতী পরিতোষ করাইল, সেই ফলে তোমাদিগের সন্তানগণ অনন্তকাল জীবিত থাকিয়া পরম সুখ লাভ করে।

ধ্রুব উচ্চৈঃস্বরে মাতঃ২ ধ্বনি পূর্ব্বক কুটীর অভ্যন্ত

জননী সম্মুখে দাঁড়াইলেন, সুনীতি দৃষ্টি হীনা সমীপে সন্তানের শব্দ শ্রবণ করিয়া বাহুবিস্তার পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস ধ্রুব, তোর অদর্শন জন্য ব্যাকুলান্তঃকরণে অনিশ্বার রোদনে অন্ধ হইয়াছি তোঃ অধরব অবলোকন করিতে পারি না। আয়ও ক্রোড়ে আসিয়া দগ্ধ হৃদয়ে শীতল বারি প্রদান কর, ধ্রুব জননীর ক্রোড়ে আরোহণ করিলেন, সুনীতি গগনস্থ শশী সংস্পর্শবোধে শিশু সন্তান শীরে চুম্বন করিতে লাগিলেন, দুর্গম কাননে কি রূপে দেহ ধারণ হইয়াছে, আদ্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এবং সাদর সম্ভাষে সুধাইলেন, হাঁরে ধ্রুব তুই যে তপস্যায় কৃতকার্য্য হইয়াছ বলিতেছিস, কৈ তোর পদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ কোথায়? তুই তাঁহাকে এই কুটীরে আনিয়া আমাকে দেখাইবি কহিয়াছিলি, কৈ কৈ সে বিষয়ের কোন কথা কহিতেছিস না, ধ্রুব বলিলেন, মাতঃ আমি তাহাকে যখন যে স্থানে আহ্বান করিব, তিনি সেই দণ্ডেই সেই স্থলে উপনীত হইবেন. এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে পদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ পদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ শব্দে আহ্বান মাত্রেই ভক্তাধীন ভগবান সেই সুনীতি সম্মুখে সমাগত হইলেন; ধ্রুব পীতাম্বরাবলোকনে প্রণিপাত পুরঃসর পাণিপুটে অনেক স্তোত্র করিয়া মাতাতে কহিলেন, হে মাতঃ এই আমার পদ্মপলাশ লোচন কৃষ্ণ আগমন করিয়াছেন, তুমি দৃষ্টি

কর সুনীতি বলিলেন আমি অন্ধা কি রূপে কৃতার্থকা-
রীকে অবলোকনে কৃতার্থ লাভ করিব, এই বাক্যে দয়া
ময় কমললোচন হরি সুনীতি প্রতি সানুকুল্যান্তঃকরণে
দিব্য চক্ষু প্রদানে অপরূপ রূপ দর্শন দিয়া পরম পুল-
কিতা করিলেন, এবং অনেক তোস জনক বাক্য কথনা-
ন্তর অন্তকৃত হইলেন।

এস্থানে উত্তানপাব রাজা ধ্রুব বালকের তপস্যায়
কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমনের বার্ত্তা শ্রবণে অতি হৃষ্ট-
চিত্তে স্বয়ং অমাত্য বন্ধু পারিষদ ভৃত্য জনগণে পরিবে-
ষ্টিত হইয়া ঝটিত্যাগমনে সত্যসাধক মহাত্মাসুত সম্ভাষণ
জন্য সেই অরণ্যস্থ কুটীরে গমন করিয়া কহিতে লাগি
লেন, হে পরম তত্ত্ব বিষারদ ধ্রুবসুত! আমি ভ্রান্ত মতি
অবিবেকী, পাষণ্ড কুপিতা, তোমাকে রাজ্যাভিষিক্ত
করিয়া রাজ সিংহাসন পবিত্র করিবার আশয়ে আগমন
করিয়াছি তুমি নিজগুণে পিতার অপরাধ ক্ষমা করিতে
তৎপর হও, অজ্ঞানের দোষ সাধুজনে সাধুত্ব স্বভাবে
মার্জ্জনা করিতে ত্রুটি করেন না। পরে সুনীতিকে
কহিলেন, হে সাধ্বী সুনীতি আমি তোমাকে অকৃতা-
রাধে বনবাসিনী করিয়া অনির্ব্বচনীয় দুঃখ দিয়াছি
তুমি এক্ষণে পাতিব্রত্যানুসারে মূঢ় মতি পাষণ্ড পতি
শতাপরাধ মার্জ্জনা পূর্ব্বক সুত সহিত মদীয় ভবনা
গমনে উৎসুকা হও, তোমার পুত্রকে সত্বরে রাজ্যাভিষি

করিব, তুমি রাজমাতা হইয়া পুরন্ধ্রী মধ্যে প্রধানা হইয়া থাকিবে, আমি সুনীতি স্বামী ধ্রুবরাজার পিতা হইয়া ঐ বন যাত্রার সাফল্য লাভ করিব, সুনীতি কহিলেন, মহারাজ যাহা২ কহিতেছেন, আমি সকল বিষয়ে স্বীকার হইতে পারি, কিন্তু ধ্রুবধনে আর কখন প্রাণ থাকিতে সে পাপিনী শাপনী সুরুচির সন্নিধানে পাঠাইতে পারিব না, একবার তাহার দুর্ব্বাক্যে ধ্রুব আমার দারুণ অভিমানে এপরিমাণ দিবস অনুদ্দেশ হইয়াছিল, পুনর্ব্বার সে যদি আমার দারুণ অভিমানি অজ্ঞান ধ্রুবকে দারুণ দুর্ব্বাক্য কহে, তাহা হইলে এবার ধ্রুব জন্মের মত অনুদ্দেশ হইবে মহারাজ ক্ষমা করুন, ও অনুরোধ ভিন্ন অন্য যাহা বলিবেন তাহাই শুনিব, রাজা কহিলেন, হে সুনীতি আমি এই দণ্ডে তব নিদেশানে সেই পাপীয়সী সুরুচীর মস্তক ছেদনে উদ্যত আছি, কিম্বা যদি তাহাকে কাননে দিতে অনুমতি কর আমি তাহাই করিব, সুনীতি বলিলেন মহারাজ আমার নিকটে যে জন শত সহস্রাপরাধিনী তাহাকেও আমি বন বাসিনী করিতে অনুরোধ করিব না, বনবাসাপেক্ষা প্রাণ দণ্ড সাধ্য সাধক সম্ভব, আমি তাহার দেহের জন্য কোন দণ্ড প্রার্থনা করি না, আমার ললাট লিপিতে যে সকল লিখন ছিল তাহাই ফলিল তাহার অপরাধ কিছুই ধর্ত্তব্য নহে।

তদনন্তর মহীপাল অরণ্যস্থিত জনগণে পারিতো-
ষিক দিয়া সুনীতির হিতৈষিনী ঋষিকন্যা গণে প্রণিপাত
পূর্ব্বক প্রচুর বসন ভূষণ প্রদান করিলেন, তাহারা সকলে
সুনীতিকে সুত সহিত নৃপালয় যাইতে আদেশ করিলেন
তখন সুনীতি বনস্থ বনস্থা সকলেরই সমীপে বিদায়
লইয়া সুত সহিত স্বামি সমভিব্যাহারে ভূপালয় যাত্রা
করিলেন, রাজধানীতে সুত সহিত সুনীতির নৃপালয়
প্রত্যাগমন সংবাদ শ্রবণে সকলে অনিবার বিবিধ উল্লাস
ধ্বনি করিতে লাগিল, সুনীতি ধ্রুবসুত সহিত অন্তঃপুরে
প্রবেশ মাত্রেই পুরস্থ পুরস্থা সকলের নয়নে অনিবার
প্রেমাশ্রু পতনে বিরাম রহিল না, সুরুচী স্বপত্নী সমীপে
পূর্ব্বভাব অভাব স্বভাবে দারুণ সরলাকারে স্বীয় দোষ
স্বীকার করিয়া পাণিপুটে পুনঃ২ ক্ষমা প্রার্থনা ক-
রিতে লাগিলেন, সুনীতি দারুণ সরলা অসীম পরিমাণে
অপরাধিনী সপত্নীর কিঞ্চিৎক্ষণ নতভাব দৃষ্টেই পূর্ব্ব
বৃত্তান্ত সমস্ত বিস্মৃতা হইলেন, এবং প্রধানা মহিষী পরি
গণিতা হইয়া পরম সুখে স্বামি সুত সহিত কাল যাপন
করিতে লাগিলেন, কিছু কাল বিলম্বে উত্তানপাদ মহী-
পাল ধ্রুবকে রাজ্যাভিষিক্ত করাতে নগরস্থ প্রজা পুঞ্জের
আনন্দ রাখিবার স্থানাভাব হইল। মহাত্মা ধ্রুব নরেশ্বর
শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন করিয়া অসাধারণ ধীশক্তি
দ্বারা পক্ষপাত বিহীন সূক্ষ্ম বিচারে অনাথের নাথ প্র-

যশ প্রতাপযুক্ত ধর্ম্মাবতার আখ্যা লক্কাস্তে ভূমণ্ডলে যে পরিমাণে মহামান্যবর হইলেন, তাহা বর্ণযোগে বিশিষ্ট রূপে ব্যক্ত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

উত্তানপাদ বৃদ্ধরাজ রাজকার্য্যের চিন্তন হইতে বিমুক্ত হইয়া অনিবার হরিনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক পরম হৃষ্টচিত্তে দেব আলাপ ব্যতীত অন্য আলাপে রত রহিলেন না।

সিদ্ধ সাধু ধ্রুব বহুকালাবধি অকলঙ্কশশী সদৃশ রাজাধিরাজ আখ্যায়িত হইয়া ভূমণ্ডলে দ্বিতীয় দেবরাজাকারে কতশত বিপক্ষ দলনে স্বপক্ষ পালনে তাহার যশঃ পতাকা গগন মণ্ডল ভেদ করিয়া উড্ডীন ব্যতীত তিলার্দ্ধ কাল অন্য বিশ্রাম বাসনায় রত রহিল না, অন্তঃকালে ধ্রুব রাজ পুত্রে রাজ্যভার দিয়া হরি দত্ত ধ্রুবলোকে মাতা পিতা স্বজন সহিত অধিক সুখ ও গৌরব সম্ভোগে অনন্ত কাল কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

ধ্রুবচরিত্র সমাপ্তঃ।